ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 June, 2021 ■ আগরতলা, ২ জুন, ২০২১ ইং ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা বাতিল

নয়াদিল্লী ১ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষার বিষয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরহিত্য করেছেন। রাজ্য সরকারগুলি সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত এবং নিবিড় আলোচনার বিষয়ে আধিকারিকরা এই বৈঠকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। কোভিডের কারণে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবছর দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা নেওয়া হবে না। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র- ছাত্রীদের ফলাফল সিবিএসই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে তৈরি করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের দিক বিবেচনা করে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোভিড -১৯ মহামারির ফলে শিক্ষাবর্ষ প্রভাবিত হয়েছে এবং বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র -ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা শেষ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রী মোদী বলেছেন, দেশজুড়ে কোভিডের কারণে একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশে, কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, কয়েকটি রাজ্যে মাইক্রোকনটেনমেন্ট তৈরির মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির ভালোভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। আবার কয়েকটি রাজ্যে লকডাউন চলছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থের বিষয়টি নিয়ে স্বভাবতই ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উদ্বিগ্ন। সঙ্কটের এই সময়ে তাদের পরীক্ষায় বসতে জোর করা উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই এর সঙ্গে কোনো আপোষ করা হবে না। আমাদের যুবক-যুবতীদের আজকের এই সময়ে পরীক্ষায় বসানোর মধ্য দিয়ে সঙ্কটে ফেলার কোনো যুক্তি নেই।

শ্রী মোদী বলেছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। স্বচ্ছভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সব দিক বিবেচনা করে তিনি আধিকারিকদের পরীক্ষার ফলাফল তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। বিস্তারিত আলোচনার পর ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বদলি মনোজ কুমার, নতুন মুখ্য সচিব অলক কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। আচমকা রাজ্যে প্রশাসনিক শীর্ষ আমলা পদে রদবদল হয়েছে। মুখ্য সচিবের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে মনোজ কুমারকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন অলক কুমার। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার মুখ্য সচিব পদে দায়িত্ব নেবেন তিনি। আপাতত অস্থায়ী মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শ্রীরাম তরনিকান্তি।

আজ ত্রিপুরা সরকারের অবর সচিব মহম্মদ এইচ রহমান এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, মুখ্য সচিব মনোজ কুমারকে নয়া দিল্লি তরী ভবনের স্পেশাল চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে ত্রিপুরা ভবন দফতরের প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে, এখন রাজ্য প্রশাসনের সবচেয়ে সিনিয়র আধিকারিক অস্থায়ী মুখ্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। সাথে সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাবেন। সূত্রের খবর, শ্রীরাম তরনিকান্তি এখন রাজ্য প্রশাসনে সবচেয়ে সিনিয়র আধিকারিক। তাই, অস্থায়ী মুখ্য সচিব হিসেবে তিনি দায়িত্ব সামলাবেন।

এদিকে, ভারত সরকারের কেবিনেট সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত অলক কুমার ত্রিপুরার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ঝড়ের গতিতে বেড়েছে করোনার সংক্রমণ, দীর্ঘায়িত হচ্ছে মৃত্যুর মিছিলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাজ্যে ফের ঝড়ের গতিতে বাড়ল করোনার সংক্রমণ। সেই সঙ্গে দীর্ঘায়িত হচ্ছে করোনায় মৃত্যুর মিছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৮৪১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকালও মৃতের সংখ্যা ছিল একদিনে ছয়। স্বাভাবিকভাবে করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু মিছিলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গোটা রাজ্য। তবে গতকাল ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছিল, যা আজ ফের দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তে লাগাতার শীর্ষ হারে বৃদ্ধি চিন্তা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। তবে, দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। কিন্তু লাগাতার তিনদিন ধরে একই হারে দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬,৯১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৮৪১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার অনেকটাই বেড়ে হয়েছে ৪.৯৭ শতাংশ। এদিকে, ফের ছয়জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়েই রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৬৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। এক্ষেত্রে দৈনিক আক্রান্তের তুলনায় সুস্থতার সংখ্যায় বেশি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৪১৯ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫,৬৭৭ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ২,৭৩৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১৪,১৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ৮১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনকে সিঙ্গেল ডোজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

আগরতলা, ১ জুন।। কোভিশিল্ড ভ্যাক্সিনকে দুই দফার পরিবর্তে একটি ডোজে পরিবর্তন করার কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নেয়নি। শুধু তাই নায় এখনও পর্যন্ত এই সংক্রান্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি বা কোন তথ্য সামনে আসেনি। মঙ্গলবার কেন্দ্রী কথা জানিয়েছেন নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সদস্য ডঃ ভি কে পল।

এদিকে, শিশুদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিষয়ে পর্যালোচনা করতে একটি জাতীয় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। এই গোষ্ঠী অতিমারির মধ্য থেকে শিশুদের রক্ষা করা এবং দেশের প্রস্তুতি জোরদার করার বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। ৪-৫ মাস আগে থেকেই এই গোষ্ঠী কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইতিধ্যেই তথ্য সংগ্রহ, চিকিৎসা পরিকাঠামো, দেশের অভিজ্ঞতা, রোগের পরিবর্তন, ভাইরাস ও অতিমারির ধরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে। দিল্লিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

'আইনত নিরামিষ অস্ত্র' ঃ বিধায়ক ভানুলালের বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিএম বিধায়ক ভানুলাল সাহার 'আইনত নিরামিষ অস্ত্র' মন্তব্যে ত্রিপুরায় তীব্র আলোড়ন হয়েছে। নেটিজেন থেকে রাজনৈতিক মহল সর্বত্রই তীব্র ভাষায় সমালোচনা হচ্ছে। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকার কথায়, সিপিএম-এর কালো অধ্যায়ের স্মৃতি উস্কে দিয়েছেন বিধায়ক ভানুলাল সাহা। একজন প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের মন্তব্য অশোভনীয় এবং চরম বিস্ময়কর। প্রসঙ্গত, ভানুলাল সাহার মন্তব্যকে উস্কানিমূলক দাবি করে গতকাল রাতে বিশালগড় থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

সম্প্রতি বিধায়ক ভানুলাল সাহা ফেসবুকে লেখেন, ওদের ইট, লাথি, পেট্রল বোমা ইত্যাদি মোকাবেলায় গণ প্রতিরোধে বাড়ি বাড়ি লাঠি, দা, দোয়ার বেন্দা, শাবল, বটি দা, কুড়াল, খন্তি, লোহার পাইপ ইত্যাদি (আইনত নিরামিষ অস্ত্র) নারী-পুরুষ-কিশোর-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাতের কাছে রাখুন। তিনি বলেন, বাইরে থেকে আসা হামলাবাজাদের মোকাবিলা করতে সাহস সঞ্চয় করুন। আত্মরক্ষায় হাতে প্রতিরক্ষা সামগ্রী নেওয়া কোনও অপরাধ নয়। সাথে তিনি আহ্বান রাখেন, মোকাবিলা ছাড়া জান-মাল রক্ষা অসম্ভব, যৌবন তুমি আগুন হও। শত-সহস্র যুবক তৈরি হও। লুম্পেন ও শাসক দলীয় গুণ্ডাদের সাহসের সাথে প্রতিরোধ করুন। সঙ্গে এলাকার জনগণকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে নেতৃত্বে থাকুন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর "আইনত নিরামিষ অস্ত্র" যুবসমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কারণ, ওই বার্তায় সাড়া দিয়েছেন বহু যুবক। তাতে ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন সাধারণ জনগণ। আজ (মঙ্গলবার) সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ভানুলাল সাহার এ-ধরনের মন্তব্যে প্রমাণিত করেছে ২৫ বছর তাঁদের ক্ষমতায় থাকার রহস্য। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে মাটি চাপায় এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস আজ ভার্চুয়াল রেলিতে অংশ নেবে ত্রিপুরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আগামীকাল ভার্চুয়াল রেলি অনুষ্ঠিত হবে। ওই রেলিতে ত্রিপুরাও অংশ নেবে। এ-বিষয়ে প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে এখন মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। তাই ওই সন্ত্রাস মোকাবিলায় আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বুধবারের কর্মসূচিতে ত্রিপুরাও অংশ নেবে।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এবং দিল্লির কার্যকর্তাদের সাথে ওই সন্ত্রাস মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা করবে। তাতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিকে লক্ষ্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, বুধবার বিকেল চারটায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কোর-কমিটির সদস্য এবং ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ফাউন্ডেশনের মেম্বার ডিরেক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলি নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সহযোগিতার দাবী জানালেন সিইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। এডিসির প্রশাসনিক কাজে রাজ্যসরকার হস্তক্ষেপ করার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। আজ তিনি জানান ভিলেজ উন্নয়ন কমিটি গঠন করার সাংবিধানিক অধিকার এডিসি প্রশাসনের রয়েছে। এজন্য ১৯৯৪ সালে এডিসি আইন তৈরি করেছিল। এডিসির ভিলেজ কমিটিগুলোর মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে।

ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন করার জন্য এডিসির নতুন পরিচালন কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগ জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য ভিলেজ উন্নয়ন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক এডিসি প্রশাসন নির্দেশ জারী করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এডিসির কাজে হস্তক্ষেপ করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রাজ্যসরকারের ভিলেজ কমিটি গঠন করার সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই বলে চেয়ারম্যান শ্রীদেববর্মা অভিযোগ করেন। শ্রীদেববর্মা বলেন রাজাসরকার দীর্ঘদিন যাবৎ এডিসির বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির শূন্য পড়ে থাকা আসনগুলোতে নির্বাচন করার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি রাজ্যসরকারের কাছে রাজনীতির উর্ধে উঠে এডিসি উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য জোরালো দাবী জানান।

বেসরকারি হাসপাতালের লুণ্ঠন রুখতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য মন্ত্রিসভার, বেঁধে দেওয়া হল চিকিৎসা ব্যয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। কোভিড পরিস্থিতিতে অসহায় অবস্থায় পড়া মানুষের কাছ থেকে বেসরকারি হাসপাতালগুলি চিকিৎসা পরিষেবার নামে যাতে লুট না করতে পারে তার জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যের আইএলএস ও ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হেলথ স্কিম (সিজিএইচএস) নির্ধারিত খরচের চেয়ে রোগীদের থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া যাবে না।

সিজিএইচএস অনুযায়ী অক্সিজেন সাপোর্ট যুক্ত আইসোলেশন বেডের ক্ষেত্রে দৈনিক ৪০০০ টাকা, সাধারণ আইসিইউ বেডের জন্য দৈনিক ৭,৫০০ টাকা এবং ভেন্টিলেটর সাপোর্ট যুক্ত আইসিইউ বেডের ক্ষেত্রে দৈনিক ৯০০০ টাকার বেশি নিতে পারবে না হাসপাতালগুলি। এই অর্থের মধ্যেই বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ যুক্ত রয়েছে। আবার সিটি স্ক্যানের মতো কিছু পরীক্ষা এবং বেশ কিছু এমন ওষুধ রয়েছে যা এই কেন্দ্রের নির্দেশিকার মধ্যে যুক্ত নয়। সেগুলি যদি কোনও রোগীর প্রয়োজন হয় তার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করতে পারে হাসপাতাল।

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে রোগীদের থেকে এলোপাথাড়ি অর্থ নিচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালগুলি। জনগণের সুবিধার্থে তা রুখতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা।

মাটি ধসে পড়ে শান্তিরবাজারে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে শ্রমিকের। শ্রমিকরা বিদ্যুৎ টাওয়ারের কাজ করতে গেলে আচমকা মাটি ধসে পড়ে। মাটির নিচে চাপা পড়ে এক শ্রমিক। বিদ্যুতের টাওয়ারের কাজ করার সময় মাটি ধসে পরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মাটির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছেএক শ্রমিকের। ঘটনা শান্তির বাজার বিদুৎ নিগম অফিসের কাছে। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তির বাজার থানার পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী অকুস্থলে ছুটে যায়।

টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা ধসের নিচ থেকে এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার খবর পেয়ে এনডিআরএফ এর জওয়ানরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ধস চাপায় শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ধস চাপায় মৃত শ্রমিকের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

অসমে ডাক্তারকে গণপিটুনি গ্রেফতার এক, সব দুষ্কৃতীকে ধরতে এসপিকে কড়া নির্দেশ

গুয়াহাটি, ১ জুন (হি.স.)।। কোভিডে আক্রান্ত জনৈক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লংকার উদালি হাসপাতালে তুলকালাম কাণ্ড এবং কর্তব্যরত ডাক্তারকে গণহারে পিটুনির সঙ্গে জড়িত এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানিয়েছেন অতিরিক্ত ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা তথা স্পেশাল ডিজিপি আইপিএস জিপি সিং। টুইট করে এই খবর জানিয়ে জিপি সিং আরও জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করতে হোজাইয়ের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে কালো রঙের ওপর রিভার্সে সাদা রং দিয়ে লিখেছেন, প্রথমসারির যোদ্ধাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা কোনও অবস্থায় সহ্য করা যায় না। অপরাধীদের পাকড়াও করে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে নিগৃহীতকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

কোভিডে আক্রান্ত জনৈক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লংকার উদালি হাসপাতালে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছেন উত্তেজিত জনতা। একাংশ উত্তেজিত জনতা কিল-ঘুঁষি, লাথি, স্টিলের থালা, বাঁশ দিয়ে বেধম মেরেছেন কর্তব্যরত ডাক্তারকে। মেজেতে ফেলে প্রাণঘাতী গণপিটুনির শিকার হয়েছেন ডা. সেউজ কুমার সেনাপতি। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আজ মঙ্গলবার লংকার উদালিতে অবস্থিত কোভিড হাসপাতালে। কোভিডে আক্রান্ত রোগী লংকার ২ নম্বর পিপলপুখুরি গ্রামের জনৈক গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে অবাঞ্ছিত ঘটনাটি। জানা গেছে, আজ সকালে সংকটজনক অবস্থায় গিয়াস উদ্দিনকে উদালির কোভিড হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর যথারীতি তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন কর্তব্যরত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আত্মনির্ভরতার নতুন অধ্যায়, কাশ্মীরি আপেল কুল ফলনে সাফল্য বিক্রমজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাষ্ট্র নির্মাণে আত্মনির্ভরতার এক উজ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পার্বতী রাজ্যের পেঁচারথলের বাসিন্দা বিক্রমজিৎ চাকমা। কাশ্মীরি আপেল কুলের ফলন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা বিনিয়োগে এক বছরে ছয় লক্ষ টাকা আয় সম্ভব হয়েছে তাঁর। আগামী বছর সেই আয় বেড়ে দ্বিগুণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

ত্রিপুরায় কাশ্মীরি আপেল কুলের ফলন অতীতে দেখা যায়নি। একপ্রকার ঝুঁকি নিয়েই কাকা ও দুই ভাইকে সাথে রেখে ফসল উৎপাদনে নেমেছিলেন পেশায় ওবিসি কর্পোরেশনের ফিল্ড অফিসার বিক্রমজিৎ চাকমা। ইউটিইউব এবং গুগল থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ত্রিপুরায় কাশ্মীরি আপেল কুল ফলনের উদ্যোগী হন তিনি। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের মাটিতে ওই ফলের ফলন সম্ভব হলে, ত্রিপুরায় অসম্ভব নয়। তাঁর মতে, ত্রিপুরার মাটি ও আবহাওয়া যে কোনও ফলনে দারুণ উপকারি।

ওই ফল চাষ করার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিক্রমজিৎবাবু বলেন, আজকের এই সাফল্যের জন্য কাকা চঞ্চল কুমার চাকমা এবং দুই ভাই রঞ্জিত চাকমা ও বিশ্বজিৎ চাকমার অসীম অবদান। তাঁদের জন্যই কাশ্মীরি আপেল কুলের ফলন সম্ভব হয়েছে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা অধিক মুনাফার মুখ দেখতে পেরেছি। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আমার কাকা ও দুই ভাই তাদের জমিতে আলু, মুলা ইত্যাদির চাষ করতেন। তাতে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে বছরে সাকুল্যে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা আয় সম্ভব হত। তাই তাঁদের কাশ্মীরি আপেল কুল ফলনের পরামর্শ দেই এবং গত বছর চাষ শুরু করি।

তিনি বলেন, চারা আনার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম। সেই মোতাবেক ২০২০ সালের ১৭ মার্চ আমরা প্রথম চারা রোপণ করেছিলাম। প্রায় ৭ কানি জমিতে ১,৩০০ চারা রোপণ করা হয়েছিল। সঠিক পরিচর্যায় এ-বছর জানুয়ারিতে ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ফসল কেটে বিক্রির জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তিনি অনুমান করে বলেন, প্রায় ৪০ কুইন্টাল কাশ্মীরি আপেল কুল ফলন হয়েছে। তার মধ্যে ১২ কুইন্টাল ফল পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেছি। বাকি স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়েছে।

বিক্রমজিৎবাবু জানান, জৈব পদ্ধতিতে কাশ্মীরি আপেল কুল ফলনে দারুণ উপকারি প্রমাণিত হয়েছে। তবে, সামান্য ডিএফই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক মাত্রায় জল দেওয়ায় চারা থেকে গাছ হতে বিশেষ সময় লাগেনি। তিনি বিস্ময়ের সুরে বলেন, যে চারা এনেছিলাম তা থেকে ওই গাছ এবং কাশ্মীরি আপেল কুল মিলবে তা আমরা কল্পনাও করিনি। তবে এখন শুধু সঠিক পরিচর্যায় বছর বছর প্রচুর ফল পাওয়া যাবে। এমন-কি, আগামী বছর দ্বিগুণ ফল মিলবে বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে দাবি করেন।

তিনি বলেন, এই ফল ত্রিপুরায় আগে অনেকেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২২৯ ◘ ২ জুন ২০২১ ইং ◘ ১৮ জৈষ্ঠ ◘ বুধবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বড় চ্যালেঞ্জ

করোনার তৃতীয় ঢেউ হাতছানি দিতে শুরু করিয়াছে। তাহাতে জনমনে আতঙ্ক আরো বাড়িয়া চলিয়াছে। তৃতীয় ঢেউ সামলাইতে এখন হইতেই সরকার ও প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খাইতে হইতেছে। করুনার তৃতীয় ঢেউ আটকাইতে না পারিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে পারে। সেই আশঙ্কাতেই দিনাতিপাত করিতেছেন দেশবাসী। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিনের পর দিন আমাদের দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমাদের নিজেদেরকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় এর বিষময় ফল সকলকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখন হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।করোনাভাইরাসের মারাত্মক তৃতীয় ঢেউ এড়াইতে পারে ভারত, যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শনিবার একথা জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান উপদেষ্টা কে বিজয়রাঘবন। তিনি বলেন, “যদি আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি তবে তৃতীয় ঢেউ সমস্ত জায়গাতে এড়ানো যাইবে বা প্রকৃতপক্ষে কোথাও না ঘটিতে পারে। তৃতীয় ঢেউ আসা নির্ভর করিবে কী ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে, রাজ্যগুলিতে, জেলাগুলিতে ও শহরে নির্দেশিকা কার্যকর করা হইবে তাহার উপর।” যে ভাবে সংক্রমণ বাড়িতেছে তাহাতে তৃতীয় ঢেউ অনিবার্য। তবে তাহা কোন পর্যায়ে পৌঁছিবে তাহা স্পষ্ট নয়।

ভারতীয় ”দু'বার পরিবর্তিত রূপ” এবং ব্রিটেন রূপভেদের কারণেই ভারতে সংক্রমণ বাড়িয়াছে বলে মনে করা হইতেছে।এই বিষয়ে বিজয় রাঘবন বলিয়াছেন যে, নতুন স্ট্রেনগুলি সংক্রমণ দ্রুত ছড়াইতেছে তাহাদের মোকাবিলায় টিকারও মানও উন্নত করা দরকার।কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে কার্যত জেরবার দেশ। প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। সংক্রমণ কমার কোনও লক্ষণ নাই।পাল্লা দিয়ে বাড়িতেছে অক্সিজেন ও অন্য ওষুধের চাহিদা। অথচ এরই মধ্যে লাফিয়ে-লাফিয়ে কমিয়াছে টিকাকরণের হার। এত দিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কর্তারা দাবি করিয়াছিলেন, প্রতিষেধকের অভাব নেই। রাজ্যে-রাজ্যে লকডাউন কিংবা বিধিনিষেধের কারণেই টিকাকরণ কম হইতেছে। কিন্তু তাহার হার যে কমছে এবং প্রতিষেধকের অভাবই যে তার অন্যতম কারণ, সেই কথা কার্যত মানিয়া নিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোভিডের থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে দেশের মানুষেরও সম্পূর্ণ টিকাকরণ (দু'টি ডোজ) হয়নি এখনও। এখন দেখিবার বিষয়ে সরকার এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকার যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হইবে।

করোনার তৃতীয় কেউ আটকাইতে হইলে প্রত্যেকের টিকাকরণ নিশ্চিত করিতে হইবে। টিকাকরণের মধ্য দিয়া মানুষের মনোবল বাড়াতে হইবে। একমাত্র সার্বিক প্রয়াসই এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে করোনার তৃতীয় হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

মঙ্গলবার থেকেই পাঁচ রাজ্যের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা শুরু, সোনিয়াকে চিঠি মান্নানের

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : জোট বজায় রেখেই পথ চলার পক্ষে সওয়াল করে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি দিলেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান। মঙ্গলবার থেকে পাঁচ রাজ্যের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করছে কংগ্রেস। নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চৌহান। তার ঠিক আগে এ রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা মান্নানের এই চিঠি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। চিঠিতে রাজ্যের কয়েকজন নেতার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, সিপিএমের সঙ্গে জোট অটুট রেখে লড়াই জারি রাখলে বিরোধীদের জায়গা দখল করা সম্ভব। কেন জোট বজায় রাখার পক্ষে তাঁর সওয়াল, চিঠিতে সেই ব্যাখ্যাও সংক্ষেপে দিয়েছেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, কৌশলগত ত্রুটি ও কয়েকজন নেতার আচরণ মানুষ ভালভাবে নেয়নি। তবে সেই নেতা কারা, তার উল্লেখ অবশ্য মান্নান করেননি।পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের। তামিলনাড়ুতে ক্ষমতায় ফিরলেও এম কে স্ট্যালিনের ডিএমকের হাত ধরেই তা সম্ভব হয়। অসম ও কেরলে বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে কংগ্রেস। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনও দল পরপর দু'বার ক্ষমতার মসনদ দখল করল। সিপিএম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে। কেরলের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, এবার কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার কথা। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। আর বঙ্গে সিপিএম ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের হাত ধরে 'হাত'-এর লড়াই ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। খালি হাতে ফিরতে হয়েছে উভয় দলকেই। স্বাধীনতার পর এই প্রথম। কিন্তু কেন এমন ফল? তার পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন সোনিয়া গান্ধী। অশোক চৌহানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যর কমিটিও গড়ে দেন। গত সপ্তাহেই এই পর্যালোচনা বৈঠক শুরুর কথা থাকলেও রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। কমিটির সদস্যরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী ছাড়াও আলাদা করে কথা বলবেন আবদুল মান্নান, সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য-সহ শাখা সংগঠনের শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা কাঁটায় কো-উইন অ্যাপে নথিভুক্তকরণ ছাড়াই কলকাতা পুরসভায় চলছে টিকাকরণ

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): কিছুতেই শহরবাসীর পিছু ছাড়ছে না অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনা। করোনার বাড়বাড়ন্ত দেখে ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। তবে অপরদিকে রাজ্যবাসীকে সংক্রমণমুক্ত করতে তৎপর কলকাতা পুরসভা। মঙ্গলবার কো-উইন অ্যাপে নথিভুক্তকরণ ছাড়াই কলকাতা পুরসভায় চলছে টিকাকরণ।

চোখে দেখা না গেলেও অদৃশ্য ভাইরাস করোনা কতটা ভয়ঙ্কর তা বুঝতে আর বাকি নেই রাজ্যবাসীর। প্রতিনিয়ত বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরসভার তরফে চালু হল ভ্যাকসিন দেওয়া। তবে বর্তমানের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। কো-উইন অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন না থাকলেও কলকাতা পুরসভার মিলছে টিকা। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার তরফে কো-উইন অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই দেওয়া হচ্ছে টিকা। শুধুমাত্র আধার কার্ড দেখিয়ে সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মিলছে টিকাকরণ।

করোনা আবহে মাছের দামে চোখে জল আমজনতার

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালি। কিন্তু বর্তমানে সেই মাছ-ভাত বাঙালির করোনা আতঙ্কে দেওয়ালে পিঠ থেকে যাবার জোগাড়। একেই করোনা আতঙ্ক তারই মাঝে লকডাউন। দুয়ে মিলিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পরেছে সকলের। এই পরিস্থিতিতে ক্রমাগত দাম বাড়ছে সবজি থেকে মাছের। মঙ্গলবার জেলা থেকে শহরে মাছের দামে চোখে জল আমজনতার। গত বছর থেকে সাধারণ মানুষকে আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। পুরনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও এখনও রাজ্যজুড়ে বিরাজমান করোনা। তবে, করোনা আবহের মাঝেই চড়চড়িয়ে বাড়ছে সবজির থেকে মাছের দাম। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত দুই নম্বর ব্লকের খড়িবাড়ি আড়তে মাছের দাম আকাশ ছোঁয়া। মাছ কিনতে গিয়ে দাম শুনে ঘাম ছুটছে ক্রেতাদের। একদিকে করোনা অপরদিকে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের সঙ্গে দোসর ভরা কটাল। যার জেরে ভেঙেছে একের পর এক নদীর বাঁধ। যাচ্ছে জেরে নষ্ট হয়েছে প্রচুর পরিমাণ মাছ। আর সেই প্রভাব পড়েছে মাছের আরত গুলিতে। যার জেরে ক্রমাগত দাম বাড়ছে মাছের।

৭ জুন —আয়কর রিটার্ন জমার নতুন পোটাল আসছে

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

সময়সীমা বাড়ল-

ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন জমা, ফর্ম-১৬ (উৎস মূলে কর কেটে নেবার শংসাপত্র) ইস্যু বিলম্বিত বা সংশোধিত আয়কর রিটান (অর্থবর্ষ ২০২০-২১) সহ আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন রিটার্ন জমা দেবার সময়সীমা কয়েক মাস বাড়ানো হয়েছে। করোনা কালে করদাতাদের অসুবিধার কথা ভেবেই গত ২০ মে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্যদ (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স) এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রিটার্ন ইত্যাদি জমা করার বর্ধিত দিনের কথা ঘোষণা করেছে। ২০২১-২২ মূল্যায়ন বছরের জন্য আয়কর রিটার্ন জমা দেবার পূর্ব ঘোষিত শেষদিন ছিল এই বছরের ৩১ জুলাই। এই সময়সীমা এখন ৩০ সেপ্টেম্বর। আর যাঁদের অডিট রিপোর্ট সহ বিটার্ন জমা করার ব্যাপার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ৩১ অক্টোবর। বিলম্বিত / সংশোধিত আয়কর রিটার্ন (অর্থবর্ষ ২০২০-২১) জমা দেবার বর্ধিত সময়সীমা আগামী বছরের ৩১ জানুযারি, আগে ছিল ডিসেম্বর ৩১,২০২১। বেতন থেকে উৎসমূলে যে আয়কর কেটে নেওয়া হয় তার সার্টিফিকেট (ফর্ম-১৬) ইস্যু করার শেষদিন চিল ১৫ জুন, এখন হলো ১৫ জুলাই। এছাড়া ফর্ম-২৪জি, কোম্পানির আয়কর রিটার্ন সহ আরও ক্ষেত্রে সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে---আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না।

২) আসছে নতুন ই-ফাইলিং পোর্টাল ঃ বেশ কয়েক বছর ধরে আয়কর দফতরের যে ই-ফাইলিং পোর্টালে আমরা আয়কর আয়কর বিটার্ন জমা দেওয়া সহ করদাতাদের আয়কর সংক্রান্ত অন্যান্য যেসব বাধ্যবাধকতার কাজকর্ম সেরে এসেছি, এবার সেই ই-ফাইলিং পোর্টালের পরিবর্তন আসছে। নতুন পোর্টাল চালু করার জন্য ১ থেকে ৬ জুন আয়কর দফতরের বর্তমান ই-ফাইলিং পোর্টাল খুলবে না। ৭ জুন থেকে চালু হবে নতুন পোর্টাল-(www.incometaxgow.in)

২০ মে এই সংক্রান্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ এছাড়াও করদাতাদের আলাদাভাবে ই-মেল করে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আয়কর দফতর জানিয়েছে নতুন পোর্টাল হবে করদাতা -বান্ধব। আয়কর রিটার্ন পোর্টালে জমা করার সঙ্গে তা প্রসেস বা যাচাই করে দ্রুতার সঙ্গে ফেরতযোগ্য আয়কর করদাতাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

করদাতাদের কারণীয় কিছু থাকলে তা খুব সহজে ড্যাশ বোর্ডে দেখা যাবে। আইটিআর ভরার জন্য থাকবে সুফট্ওয়্যার। আর এজন্য করদাতাকে কোনও মূল্য দিতে হবে না। অনলাইন, অফলাইন---দু-ভাবেই এই সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা যাবে।

এখনই থাকছে না, তবে আগামী দিনে এই পোর্টাল থেকেই নেট ব্যাঙ্কিং ইউপিঅআইআরটিজিএস ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আয়কর প্রদান করা যাবে।

নতুন এই পোর্টাল চালু না হওয়া পর্যন্ত এই পোর্টাল সত্যিই কতটা করদাতা বান্ধব সেই মন্তব্য করা সম্ভব নয়। এই পোর্টালের মূল কাজকর্ম মোবাইলেও এবার থেকে করা যাবে। উপরের উল্লিখিত দু'টি বিষয় একেবারে নতুন খবর না হলেও সাধারণ করদাতাদের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত বলে আমরা প্রথমেই তা তুলেধরা হল। এবার আমার যারা আয়কর সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক ধারণার বিষয়ে।

২৫ এপ্রিলে এই কলম প্রকাশিত আয়কর দফণতরের নজর এখন বড় অঙ্কের লেনদেন শীর্ষক আলোচনায় আমরা জানিয়েছিলাম বড় অঙ্কের লেনদেন করেছেন বা করতে চলেছেন কিন্তু আয়কর রিটার্ন জমা দেননি/ দেবার ইচ্ছে নেই আয়কর দফতর নজর এখন তাদের দিকে। আয়কর দফতর চাইছে---সাধারণ করদাতারা স্বেচ্ছায় রিটার্ন জমা দেবার জন্য এগিয়ে আশেন। আর এখন্য তারা আয়কর জমার পোর্টালটি সহজ, সকল করে করদাতাদের সহজবোধ্য করে তুলতে চাইছেন।

অন্য উদ্দেশ্য হল---রিটার্ন দেবার সময় দফতরই চাইছে করদাতার হাতে বিভিন্ন তথ্য /হিসেব নিকেশ কাজটি করে দিতে।

অনেকেই আয়কর রিটার্ন জমা করতে অগ্রহী। কিন্তু কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবিত হয়ে তাঁরা ভাবেন, তাঁদের আয়কর রিটার্ন জমা দেবার দরকার নেই। আর এই বিষয়ে আলোকপাত করতে আমরা প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে প্রাথমিক কিছু বিষয় তুলে ধরল

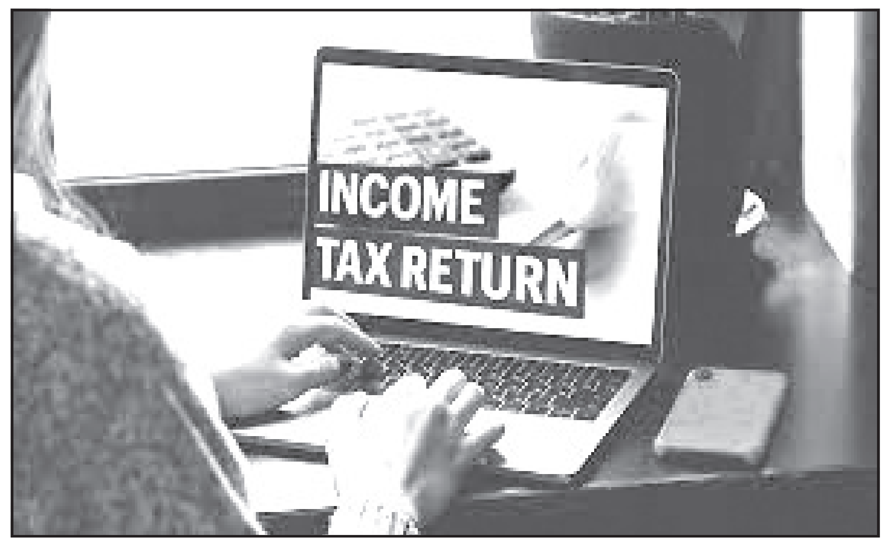

আজকের আলোচনায়।

মোট আয় কাকে বলে?

আয়কর যখন আয়ের উপরে নির্ভর করে এজন্য আমাদের জানতে হবেই মোট আয় বলতে কী বোঝায়। আয়কর দফতরের ১৪ ধারা অনুসারে আয়ের উৎস হিসেবে ধরা পাঁচটি বিষয়কে ---১) ব্যক্তির বেতন, ২) গৃহসম্পতি থেকে আয়, ৩) ব্যবসা বা পেশার লাভক্ষতি, ৪) মূলধনী লাভ এবং, ৫) অন্যান্য আয়, যেমন সুদ ইত্যাদি।

এই পাঁচটি খাত থেকে নির্দিষ্ট কোনও অর্থবর্ষে মোট যে আয় তা হল সামগ্রিক মোট আয় (গ্রস টোটাল ইনকাম)। সামগ্রিক মোট আয় এবং মোট আয় (টোটাল ইনকাম) আপাতত দৃষ্টিতে এক মনে হয়। কিন্তু আয়কর আইনে মোট আয় (টোটাল ইনকাম) আর সামগ্রিক মোট আয় (গ্রস টোটাল ইনকাম) এক নয়। আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারায় (৮০সি থেকে ৮০ ইউ) অনেক রকমের ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। সামগ্রিক মোট আয় থেকে বিশেষ যেসব ছাড় দাবি পেতে পারেন, তা বাদ দেবার পর যা পড়ে রইল তা হল টে আয় (টোটাল ইনকাম) অর্থাৎ, মোট আয়- সামাগ্রিক মোট আয় (জিটিআই)---বিয়োগ আয়কর ছাড়া(৮০সি থেকে ৮০ ইউ ধারার, চ্যাপ্টর ভি আই -এ) মোট আয়ের উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তির আয়কর পরিমাণ কত হবে। উল্লেখ্য, ১১৫বিএসসি ধারা অনুসারে কেউ যদিগ নতুন কাঠামো বেছে রিটার্ন জমা করতে চান তবে অনেক ছাড় তার হাতছাড়া হবে)।

সর্বনিম্ন কত আয়ে আয়কর?

কত আয় করলে রিটার্ন জমা দেওয়া উচিত, অনেকেই এই নিয়ে একটু বিভ্রান্ত। বর্তমান আর্থিক বছরে (২০২১-২২) কোনও সাধারণ, ব্যক্তির যদি পূর্ব উল্লিখিত ৫টি খাত থেকে মোট সামগ্রিক আয় (জিটিআই) যদি ২,৫০,০০০ নীচে হয় তবে কতকগুলি ব্যক্তিএম ছাড়া আয়কর রিটার্ন দাখিল না করলেও চলে। আয়কর বিটার্ন দাখিল করা আর আয়কর সরকারে ঘরে জমা করা এক নয়। কোনও সাধারণ করদাতার ক্ষেত্রে সামগ্রিক আয় (জিটিএ) আড়াই লক্ষ টাকার বেশি, কিন্তু আয়কর ছাড়ের সুবিধা নিলে মোট আয় আড়াই লক্ষ টাকা বা তার কম হলে সেই করদাতাদের আয়কর হিসেবে সরকারের ঘরে এক পয়সা জমা করতে হবে না। উৎসমূলে কোনও আয়কর কাটা হলে আয়কর রিটার্ন দাখিল করে তা ফেরত পাওয়া যায়। বয়সের ফারাকে আয়ের এই সীমায় ফারাক আছে। ৬০ থেএক ৮০ বছর হলে এই সীমা ৩ লক্ষ টাকা, আর ৮০ বছরের বেশি হলে ৫ লক্ষ টাকা। টিভিএস কেটেছে, রিটার্ন লাগবে না - এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। টিডিএস কেটে নিলেও আয়কর রিটার্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্যানের ভিত্তিতে টিডিএস কেটে দমা করা হয়। আর এ জন্য আয়কর দফতরের হাতে আয়ের উৎস সম্পর্কে খবর চলে যায়। এজন্য আয়কর। রিটার্ন জমা না করা চলে ভুল ধারণা।

কত দিতে হবে?

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি/ মার্চে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়। এই কেন্দ্রীয় বাজেটে কত আয়ে কত আয়কর দিতে হবে, তা জানানো হয় আর সেই অনুসারে নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের কর দিতে হয়। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রথম ২/৩ ধাপের আয়করের হার তুলে ধরা হলো। প্রথমে নতুন কর কাঠামোতে আয়করের হার---২,৫০,০০০ টাকা---কোনও কর নেই। আড়াই লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা ৫ শতাংশ, ৫ লক্ষ টাকা থেকে সাড়ে ৭ লক্ষ টাকার ১০ শতাংশ (আয়কর চাড় নেই নতুন জমানায়)।

পুরনো কর কাঠামো -২,৫০,০০০ টাকা কোনও কর নেই। আড়াই লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ৫ শতাংশ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা ২০ শতাংশ। উপরের এই হার ৬০ বছরের নীচের করদাতাদের। প্রবীণ ও অতিপ্রবীণ (৮০ বছরের উর্ধ্বে) করদাতাদের ক্ষেত্রে শুরুর ধাপ ছাড়া অন্য ধাপের হার একই। যেমন প্রবীণ তিন লক্ষ টাকা-কর শূন্য,তিন থেকে ৫ লক্ষ টাকা ৫ শতাংশ।

আয়কর কীভাবে জমা? বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আগাম কর (অ্যাডভান্স ট্যাক্স), নিজের হিসেবে কর (সেলফ অ্যাসেসমেন্ট) স্বীকৃত কতকগুলি ব্যাঙ্কে জমা করা যায়। এছাড়া উৎসমূলে (টিডিএস) বা উৎসেই কর সংগ্রহ করা হয় (টিসিএস)। আর আছে ডিজিটাল লেনদেনের জন্য ইকুয়ালাইজেশন লেভি, সাধারণ করদাতাদের জন্য নয়।

অনেক কর বিশেষজ্ঞ পরামর্শ উল্লেখ করে আজকের আলোচনা শেষ করব। মোট আয় আড়াই লক্ষ টাকা পার হলে আয়কর রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক। এমনকি সামগ্রিক আয় (জটিআই) যদি আড়াই লক্ষের কমও হয় তবুও আয়কর রিটার্ন দাখিল করলে লাভের পাল্লা নিজের দিকে ঝুঁকে থাকে। টিভিএসের টাকা ফেরত পাবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ঋণ নেবার ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন আয়ের প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করে। বিদেশে যাওয়ার সময় ভিসা প্রসেসিং এই রিটার্ন সহায়ক নয়। চাকুরিজীবী নন, স্বনিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন আয়ের বড় একটা প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এজন্য নিল রিটান দাখিল করলে তা ব্যবহারিক জীবনে অনেক প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

জলাভূমি প্রসঙ্গে

জ্ঞানপ্রকাশ বসু

আমরা ক্রমশ যত নগরায়নের দিকে এগিয়েছি, তত উপনদী, খাল, বিলের মতো জলাভূমির অপব্যবহার শুরু হয়েছে। এসব জলাভূমিতে জমা হয়েছে যাবতীয় বর্জ্যপদার্থ। তা শেষাধন করার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এর ফলে, বড় নদীগুলো প্রাকৃতিকভাবে আর জলসরবরাহ করতে পারল না। উপনদী, খাল, বিল ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে বড় নদী বা বহুবর্ষজীবী নদী থেকে জল পেত। তারা আর জল না-পেয়ে শুকিয়ে গেল। আগের ন্যাব্যতা হারিয়ে অবর্জনাময় ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে পড়ল।

এর সুরাহার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হল। পূর্বাচলের জাতীয় পরিবেশ আদালতে দূষিত কাল, বিল বা উপনদীর দূষণ বিষয়ে সরকার -বিরুদ্ধে ১৪০টা কেস চলছে।

সরকারি পদক্ষেপ এবং পরিবেশ আদালত সরকারি পদক্ষেপ করা হয়েছে, কিন্তু তা নামমাত্র এবং ফলও আশানুরূপ নয়। পরিবেশ আদালত বিবিধ রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছে দফায় দফায় জানতে চেয়েছে যে, এই জলাভূমিগুলোকে দূষণমুক্ত করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? একটা কেসের উদাহরণ দেওয়া যাক। মামলাটি আদিগঙ্গা-সংক্রান্ত। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আদিগঙ্গার দু-পাশের বিভিন্ন পঞ্চায়েত, কলকাতা পুলিশ, কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন, কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভলপমেন্ট অথরিটি, রাজ্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, 'নমামি গঙ্গা' ছাড়াও এই কেসে পার্টি হয়েছেন বহু পরিবেশবিদ ও সাধারণ মানুষ। আদালতে প্রচুর তথ্য এবং বিভিন্ন সময়ের ফোটোগ্রাফ জমা পড়েছে। এর কোনও সমাধান হয়নি। এখানেই মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, সরকারি প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উন্নতি অব্যাহত রাখা যায়, এখন প্রকল্পই গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রকল্পটা পরিবেশ আদালতের অনুমতিসাপেক্ষও হতে হবে। অর্থাৎ 'সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' হবে সঠিক

পথ। দরকার আকর্ষণীয় বিজনেস মডেল, যাতে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে জড়ানো যাবে, আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও থাকবে। দূষণ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন (ক) উপনদী এবং খালবিলগুলোতে জলের সরবরাহ বাড়ানো। খ) জলাধারগুলো (উপনদী, খাল, বিল) পরিষ্কার (ড্রেজিং) করানো নিয়মিতভাবে। গ) রাস্তার নর্দমা (স্যানিটারি লাইন) যাতে কখনও কোন জলাধারে (যেমন উপনদী, খাল বা বিল) গিয়ে না মেশে, সেদিকে নজর রাখা। ঘ) মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য দু'রকমের। শক্ত, (সলিড), তরল, লিকুইড। শক্ত ও তরল বর্জ্যের সমস্যা মেটানো প্রয়োজন। শক্ত (সলিড) বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করতে হবে। যেমন, প্লাস্টিক, সিভিল এগ্রিগেটস, ইলেকট্রিক্যাল ও উলেকট্রনিক বর্জ্য, কাঁচা সব্জি ও ফলের খোসা, কাঠের ও লোহার দ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্নবাবে আবার ব্যবহার করা সম্ভব তরল বর্জ্য পরিশোধন কৃত্রিম উপয়ে বা প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব। পাম্প কলকাতায় ব্যবহার হত না। এইভাবেই প্রথম দিকে সল্টলেকের কৃত্রিমবাবে শোধন করা খরচসাপেক্ষ। মেশিন রানিং, ইলেকট্রিসিটি, মজুরিও কেমিক্যালের খরচ লাগে না। এছাড়া মিউনিসিপ্যাল, শিল্পজাত ও কৃষিজাত বর্জ্য থেকে শক্ত বর্জ্য পৃথক করতে হবে। যাতে পাইপলাড়ে শুধু তরল বর্জ্য-ই যায়।

প্রাকৃতিক শোধনের উদাহরণ হিসাবে ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ আমলে যখন আদিগঙ্গা এবং বাগবাজার খালে গঙ্গা থেকে জল আসা বন্ধ হয়ে গেল,তখন ব্রিটিশরা এর সমাধানের জন্য ঠিক করে যে, গঙ্গায় নর্দমানর জল জমা না করে তা শহরের পুরদিকে নিয়ে যাওয়াই একমাত্র উপায়। কারণ, তখন ইলেকট্রিসিটি বা জলাশয়ে বর্জ্যগুলি জমা হতে থাকল। তারপর ক্রমশ ইস্ট কলকাতা। ওয়েটল্যান্ডের জন্ম হল। অনেক বৈজ্ঞানিক ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডের উপর গবেষণা করেছেন এবং তা বিশ্বে স্বীকৃত। এই পদ্ধতিকে 'মাল্টিপন্ড ট্রিটমেন্ট সিস্টেম' বলে। ব্যাকটেরিয়া, আর্চাই, ছত্রাক, শ্যাওলা, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি প্রতিরোধক উপাদানের দরুনই জল শোধিত হয়। এই কৃত্রিম ওয়েটল্যান্ড প্রায় ১২৫ স্কোয়ার কিলোমিটার বিস্তৃত। পৃথিবীতে এত বড় কৃত্রিম ওয়েটল্যান্ড আর নেই। চিন এর ব্যবহার শুরু করেছে আর নেই। চিন এর ব্যবহার শুরু করেছে গত কয়েক বছরে। আমরা ভারতের অন্যত্র এই ব্যবস্থার প্রয়োগ দেখি না। কিন্তু এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত এবং বায়া। ডাইভার্সিটি নির্ভর প্রকল্প। মাছ চাষও করা হয় ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডে। কলকাতা শহরে টাটকা সব্জি আর মাছ আসে ওখান থেকে এবার এ-বিষয়ে একটি প্রকল্পে রাখা যাক। বহুতল বাড়ির ছাদের ট্যাঙ্কে জলসংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষিত জল উপরের ছাদ থেকে নিচে টারবাইনে ফেলা হবে, যাতে বিদ্যুৎ উপাদন সম্ভব নয়। এই বিদ্যুৎ -উৎপাদন ব্যবস্থাকে Pumped water Stoage power plant বা PWSPP বলে। নিষ্কাশিত জল থেকে পানীয় জল এবং সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটি মূলত একটি সমন্বিত প্রকল্প যা আমাদের গ্রামীণ পরিকাঠামোক্ষেত্রে 'উধ্বাবনী' বলা যেতে পারে। এটি একটি প্রয়োজনভিত্তিক প্রকল্পও বটে, যা নানাক্ষেত্রে রূপায়ণ করা যায়। বহুবর্ষজীবী নদী হবে জলের উৎস। বহুতলটিতে অনেকগুলি ফ্ল্যাট থাকবে, অর্থাৎ এটিকে আবাসন হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি ও ব্যবহার করা যাবে। সাধারণত PWSPP গুলো করা হয় পাহাড়ে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়াতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন PWSPP আছে। যা ৯৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় PWSPP মূলত পাহাড়ি অঞ্চলেই আছে। একটি ট্যাঙ্ক উপরে, আর একটি নিচে থাকে। পাওয়ার প্ল্যান্টে ফেলা হয়। নিষ্কাশিত জল নিচের ট্যাঙ্কে আবার জমা হয়। পাহাড়ে দুটো ট্যাঙ্ক করার কনস্ট্রাকশন -খরচ সমতলের চেয়ে অনেক বেশি। এই প্রকল্পে কোনও নিচু ট্যাহক রাখার প্রয়োজন নেই। ফলে কনস্ট্রাকশনে খরচও কম।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বচ্ছতা এবং মেধার ভিত্তিতে হবে এক লক্ষ পদে নিয়োগ, জানান অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ

গুয়াহাটি, ১ জুন (হি.স.) : সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা অবলম্বন করে মেধার ভিত্তিতে এক লক্ষ যুবক-যুবতীকে সরকারি চাকরি প্রদান করতে ইতিমধ্যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সাকার করতে বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ।

মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত এক লক্ষ পদে কীভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মঙ্গলবার অর্থমন্ত্রী অজন্তা বলেন, প্রথমত নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা অবলম্বন করা হবে। কোনও ধরনের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বরদাস্ত করা হবে না। নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদগুলো কী ধরনে পূরণ করলে গতি আসবে, সে সব বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফলাফলের সঙ্গে চাকরির সৃষ্টি। যাতে যে-সব পদ পূরণ করলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক নতুন গতি লাভ করে।'

এদিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে শূন্য পদে সংখ্যা কত, তার বিস্তৃত প্রতিবেদন বিভাগীর মন্ত্রীদের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী নেওগ। এছাড়া, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা যাচাই করবেন তাঁদের দফতরের শূন্য পদের জন্য ইতিমধ্যে বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ ইন্টারভিউ হয়ে গেছে কি না। যদি হয়ে যায় তা-হলে তো কেবল রেজাল্ট বা ফলাফল প্রকাশের বাকি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাঁরা ইতিমধ্যে ইন্টারভিউ দিয়েছে, সেই সব প্রার্থীরাও এই এক লক্ষ নিয়োগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁরা পদের প্রার্থীই হোন-না কেন, এই এক লক্ষের মধ্যে নিযুক্তি দিতে হবে, বলেন মন্ত্রী অজন্তা।

তবে এই সব নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে বলে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কতটি পদ শূন্য আছে, তার প্রতিবেদন দেবেন। তার পর সেগুলোর ওপর স্ক্রুটিনি হবে। এছাড়া প্রস্তাবিত এই নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে শম্বুকগতিতে না চলে তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা হবে। যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যায় তার প্রচেষ্টা চলছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ।

মানকাচরের ব্রহ্মপুত্রে ৩০টি গরু বোঝাই ইঞ্জিনচালিত নৌকা বাজেয়াপ্ত, পাচারকারীর সঙ্গে পুলিশ-যোগ, সন্দেহের বশে তদন্ত শুরু

গুয়াহাটি / মানকাচর (অসম), ১ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার সুখচর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৩০টি গরু বোঝাই একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে। গরুগুলি পাচারের সঙ্গে একাংশ পুলিশকর্মীর সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করছেন খোদ পুলিশ সুপার।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সুখচর থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালাইখোয়া গ্রামে আজ মঙ্গলবার ভোরে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে ছয়টি চোরাই গরু বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। একইবাবে রবিবার ভোররাতেও সুখচর পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে ২৪টি গরু বোঝাই একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে বলে থানার ওসি সুদীপ চৌধুরী জানিয়েছেন। এই খবর দিয়ে ওসি সুদীপ চৌধুরী বলেন, নদী এখন জলে টইটম্বুর। এই সুযোগে পাচারকারীরা সুখচর থানা এলাকার উন্মুক্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলা সংলগ্ন ধুবড়ির সীমান্ত ডিএসপি যতীনচন্দ্র দাসকে গতকাল রবিবার গরু ও নেশাদ্রব্য পাচার-যোগের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরই পরিপ্রক্ষিতে নিম্ন অসমে বিদ্যমান গরু সিন্ডিকেটের সঙ্গে আরও পুলিশকর্মীর যোগসাজশ রয়েছে কিনা, উঠেছে এমন প্রশ্ন। এ-সব প্রশ্ন এবং নানা অভিযোগের মধ্যে রবিবার ভোররাতে দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার অধীন সুখচর থানার পুলিশ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের বেড়াভাঙা গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা বোঝাই গরু উদ্ধার করেছিল। বিশেষ সূত্রের খবর, নৌকাটিতে প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি গরু ছিল। কিন্তু সুখচর পুলিশ উদ্ধারকৃত গরুগুলির খবর জেলার পুলিশ সুপারকে অবগত না করে সেগুলিকে বিভিন্ন সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাংশ সাংবাদিক গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি তাঁকে অবগত করেন।

সাংবাদিকদের কাছে এই খবর পেয়ে রবিবার সন্ধ্যারাত প্রায় ৭.০০টা নাগাদ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সত্যরঞ্জন শইকিয়া, ডিএসপি ফারুখ আহমেদ সুখচরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে গরু উদ্ধার হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্তকালে শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে জেলা পুলিশ আধিকারিকদের সামনে গরহাজির থাকেন ওসি সুদীপ চৌধুরী। তবে কর্তব্যরত পুলিশের জনৈক জওয়ান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে তদন্তকারী জেলা পুলিশ অফিসারদের জানান, এদিন ভোররাতে নৌকা সহ ২৪টি গরু উদ্ধার করা হয়েছে।

এতগুলি গরু বাজেয়াপ্ত করার খবর কেন পুলিশ সুপারকে দেওয়া হয়নি, সে সম্পর্কে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ এসেছে, এ ধরনের কাণ্ড দীর্ঘদিন ধরে সুখচর এবং দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকায় সংগঠিত হচ্ছে। একাংশ পুলিশকর্মীর সহযোগিতায় বাজেয়াপ্তকৃত গরু গোপনে বিক্রি করার অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশ সুপারের কাছে। তবে সুখচর থানা কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, রবিবার ভোররাতে ২৪টি এবং আজ ছয়টি গরু সহ মোট ৩০টি গরু বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। বাজেয়াপ্তকৃত গরু বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন ওসি সুদীপ চৌধুরী।

খুব শীঘ্র অসমে চিকিৎসক সমস্যা মিটবে ধেমাজিতে বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত

ধেমাজি (অসম), ১ জুন (হি.স.) : স্বল্পদিনের মধ্যে ধেনাজি অসামরিক হাসপাতালে আইসিইউ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে, মিটে যাবে চিকিৎসক সমস্যাও। বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। গতকাল সোমবার রাত প্রায় নয়টা কুড়ি মিনিট নাগাদ আচমকা ধেমাজি অসামরিক হাসপাতালে হানা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে নির্মীয়মাণ ২০টি আইসিইউ এবং আইডিবিটি কোভিড সেন্টারের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। এর পর রাত প্রায় দশটা নাগাদ ধেমাজি জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ও চিকিৎসকদের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা করেন। সভার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে ধেমাজিতে আইসিইউ নির্মাণে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রী তাঁর সঙ্গী জেলাশাসকের কাছে এই প্রশ্নের কৈফিয়ত চান। জেলাশাসক বিষয়টি গৃহ নির্মাণের ঘাড়ে চেপে দেন। বলেন, আইসিইউগুলি নির্মাণের কাজে গৃহ দফতরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই জবাব শুনে অতি শীঘ্র ২০টি আইসিইউকে কর্মক্ষম করে তুলতে কড়া নির্দেশ দেন জেলাশাসককে।

এছাড়া ধেমাজি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসকের সংখ্যা বহু কম। এমতাবস্থায় কেন এখন পর্যন্ত চিকৎসক নিয়োগ করা হয়নি জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত বলেন, সমগ্র রাজ্যেই এ মুহূর্তে পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাব। তবে ইতিমধ্যে ৫০০ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া খুব শীঘ্রই আরও সাড়ে চারশো (৪৫০) চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এঁদের নিযুক্তি হয়ে গেলে কেবল ধেমাজি জেলাই নয়, সমগ্র রাজ্যের হাসপাতালে চিকিৎসক সমস্যা কিছু পরিমাণে হলেও মেটানো সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিন রাতে কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করে রোগীরা সময়মতো সুষম খাদ্য পাচ্ছেন কিনা, পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন মজুত আছে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের খতিয়ান নিয়েছেন মন্ত্রী। কোভিড সেন্টার পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লখিমপুরের সাংসদ প্রদান বরুয়া এবং জোনাইয়ের বিধায়ক ভূবন পেগু ছিলেন।

স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে ধৃত অভিনেতা করণ মেহরা, পেলেন জামিনও

মুম্বই, ১ জুন (হি.স.): স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে গ্রেফতার হলেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা করণ মেহরা। অভিযোগ, মুম্বইয়ের বাড়িতে স্ত্রীকে মারধর করেন তিনি। সোমবার রাতে গোরেগাঁও এলাকার পুলিশ স্টেশনে স্বামী করণ মেহরার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী এবং অভিনেত্রী নিশা রাওয়াল। ঝামেলার পরই করণের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী নিশা। অভিযোগের ভিত্তিতে করণকে রাতেই গ্রেফতার করে মুম্বই পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যদিও, মঙ্গলবার সকালের আগেই থানা থেকে জামিন পেয়ে যান করণ।

কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল, স্ত্রী নিশার সঙ্গে বৈবাহিক জীবন নিয়ে মোটেও খুশি নন ''ইয়ে রিশতা কেয়া কেহলতা হ্যায়'' ধারাবাহিকের অভিনেতা করণ মেহরা। সোমবার রাতের ঝামেলা সেই গুঞ্জনকেই সত্যি প্রমাণিত করল। মঙ্গলবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে নিশা রাওয়ালের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিনেতা করণ মেহরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঝামেলার পরই করণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী। অভিনেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ কন্টোল রুম থেকে ফোন পায় গোরেগাঁও পুলিশ। তারপর অভিনেতার বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ, তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয়। মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, অভিনেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩২, ৫০৪ এবং ৫০৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। থানা থেকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

বাংলাদেশের ভয়ংকর চক্রটি ভারতে নারী পাচার করে তাদের যৌন ব্যবসায় বাধ্য করতো

।। মনির হোসেন।।

ঢাকা,জুন ০১ : বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র্যা পিড একশন ব্যাটালিয়ন (র্যা ব) এর আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, বাংলাদেশের ভয়ংকর চক্রটি ভারতে নারী পাচার করে তাদের যৌন ব্যবসায় বাধ্য করতো। মঙ্গলবার (১ জুন) বিকালে কাওরানবাজার মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং এ তিনি বলেন, বেশ কয়েকটি ধাপে নারী পাচারের কাজ করতো চক্রটি। ভিকটিমদের বৈধ বা অবৈধ উভয় পথেই সীমান্ত অতিক্রম করানো হতো। তারা কয়েকটি ধাপে পাচার করতো। প্রথমত, ভিকটিমদের তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সীমান্তবর্তী জেলা, যেমন- যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ নিয়ে আসতো। এরপর ভিকটিমকে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন সেফ হাউজে নিয়ে রাখা হতো। সেখান থেকে সুবিধাজনক সময়ে লাইনম্যানের মাধ্যমে অরক্ষিত এলাকা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করানো হতো। পার্শবর্তী দেশের এজেন্টরা তাদের সীমান্ত নিকটবর্তী সেফ হাউজে রাখতো। সুবিধাজনক সময়ে কলকাতার সেফ হাউজে প্রেরণ করা হতো। কলকাতা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বেঙ্গালুরু পাঠানো হতো তাদের। বেঙ্গালুরু পৌঁছানোর পর গ্রেফতারকৃত বস রাফি তাদের বিভিন্ন সেফ হাউজে রাখতো। এরপর ব্ল্যাকমেইল ও মাদকাসক্তে অভ্যস্ত ও অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা হতো। সেফ হাউজগুলো থেকে তাদের ১০/১৫ দিনের জন্য বিভিন্ন খদ্দেরের কাছে পাঠানো হতো। এক্ষেত্রে পরিবহন ও খদ্দেরের নির্ধারিত স্থানে অবস্থানের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা নেওয়া হতো। কমান্ডার খন্দকার আল মঈন জানান, গ্রেফতারকৃত রাফি একসময় এ ধরনের পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ছিল। রাফি তামিল ভাষা রপ্ত করেছিল। ফলে এ ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতা ব্যাপক ভূমিকা রাখে। একপর্যায়ে সে লিডার হয়ে যায়। পার্শবর্তী দেশের

এজেন্ট তাকে খদ্দেরপ্রতি ১০-১৫ হাজার টাকা কমিশন দিতো।

ভারতে এক বাংলাদেশি তরুণীর ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িতরাও সবাই বাংলাদেশি। এ ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে তৎপর হয়ে ওঠে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গত সোমবার (৩১ মে) রাত থেকে চলা অভিযানে আন্তর্জাতিক মানবপাচারকারী চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যা ব। যশোরের অভয়নগর ও বেনাপোল থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আটককৃতরা হলো, চক্রের মূল হোতা আশরাফুল ইসলাম ওরফে আশরাফুল মণ্ডল ওরফে বস রাফি ও তার অন্যতম নারী সহযোগী সাহিদা বেগম, ইসমাইল সরদার, আব্দুর রহমান শেখ ওরফে আরমান শেখ। তারা চার জন মিলে গড়ে তুলেছে ভয়ংকর এক পাচার চক্র। এই চক্রটি ভারতে নারী পাচার করে তাদের যৌন ব্যবসায় বাধ্য করতো।

বস রাফির শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি। ৮ বছর আগে থেকে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে তার যাতায়াত শুরু হয়। সে সেখানে ট্যাক্সি ড্রাইভার, রিসোর্ট কর্মচারী হিসেবে ও কাপড়ের ব্যবসা করতো। ৫ বছর ধরে সে নারী পাচারে জড়িত। দুই বছর আগে টিকটক হৃদয়ের সঙ্গে তার পরিচয়। টিকটক হৃদয়ের মাধ্যমে অর্ধশতাধিক তরুণীকে পার্শবর্তী দেশে পাচার করেছে বস রাফি। টিকটক হৃদয় ছাড়াও তার অন্যান্য এজেন্ট রয়েছে।

সম্প্রতি ভারতে এক তরুণীকে যৌন নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হয়। ওই তরুণীকে ভারতে পাচার করে টিকটক হৃদয়। বস রাফি তাকে গত বছরের অক্টোবরে বেঙ্গালুরে নিয়ে সবুজের বাড়ির সেফ হাউজে রাখে। সেখানেই ভিডিওটি ধারণ করা হয় বলে জানা যায়। বেঙ্গালুরে বস রাফির বেশ কয়েকটি সেফ হাউজ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে তার সেফ হাউজ রয়েছে। এরমধ্যে ম্যাডাম সাহিদার সেফ হাউজ অন্যতম। বস রাফির অন্যতম নারী সহযোগী ম্যাডাম সাহিদা। তার তিনবার বিয়ে হয়েছিল। সে এবং তার দুই মেয়ে সোনিয়া ও তানিয়া বর্ণিত পাচার চক্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত। সোনিয়া ও তানিয়া বর্তমানে বেঙ্গালুরে অবস্থান করছে বলে গ্রেফতারকৃত সাহিদা জানায়। ভাইরালকৃত ভিডিওতে তানিয়াকে সহযোগী হিসেবে দেখা গিয়েছে। সাহিদা বাংলাদেশ এলাকায় একটি সেফ হাউজ পরিচালনা করছে। সে এই ব্যবসায় ১০ বছর ধরে জড়িত। এছাড়া গ্রেফতারকৃত ইসমাইল ও আব্দুর রহমান শেখ বস রাফির বিশেষ সহযোগী হিসেবে পাচার তদারকি করে থাকে। তারাও নারী পাচারের সঙ্গে জড়িত।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে বাংলাদেশের এক তরুণীকে বিবস্ত্র করে পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বেঙ্গালুরু পুলিশ রিফাজুল ইসলাম বাবু ওরফে টিকটক বাবু ওরফে হৃদয় বাবু, সাগর, মোহাম্মদ বাবা শেখ ও দুই নারীসহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে। ইতোমধ্যে ভুক্তভোগী তরুণীর বাবা ২৭ মে রাতে রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় মানবপাচার আইন ও পর্নোগ্রাফি অ্যাক্টে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় টিকটিক বাবুসহ অজ্ঞাত আরও ৪ জনকে আসামি করা হয়। উক্ত ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে র্যা ব উক্ত ঘটনা ছায়াতদন্ত শুরু এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে।

কোভিড রোগের চিকিৎসা ও ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে জনপ্রতিনিধিদের শামিল হওয়ার আহ্বান মন্ত্রী পরিমলের

হাইলাকান্দি (অসম), ১ জুন (হি.স.) : গ্রামাঞ্চলের কোভিড রোগীদের সরকারি চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি টিকাকরণের জন্য সচেতনতা বাড়াতে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ, আবগারি এবং মৎস্য মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। আজ মঙ্গলবার জেলার কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হাইলাকান্দিতে জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন মন্ত্রী।

বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলে কোভিড আক্রান্ত অনেক রোগীকে পজিটিভ শনাক্ত করতে দেরি হয়ে যায়। ফলে এ ধরনের রোগীদের থেকে সংক্রমণ ব্যাপক হারে বাড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সংক্রমণের লাগাম টানতে পজিটিভদের শনাক্ত করে দ্রুত সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় যাওয়াই কোভিড জটিলতা থেকে মুক্তির উপায়, বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য জানান, হাইলাকান্দি জেলায় কোভিড রোগীর চিকিৎসার বেড এখনও খালি রয়েছে। অক্সিজেনেরও কোনও অভাব নেই। পাশাপাশি ওষুধপত্র এবং কোভিডের চিকিৎসা সামগ্রীরও কোনও অভাব নেই। তবুও গুজরাট থেকে ডি টাইপের ৫০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার আনানো হচ্ছে।

জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হাইলাকান্দি শহর এবং জেলার চা বাগানগুলিতে টেস্ট এবং টিকাকরণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সভায় উপস্থিত স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী শুক্লবৈদ্যের পরামর্শ, জেলার হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসারত কোনও রোগীর অবস্থা শোচনীয় হওয়ার আগে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বৈঠকে জানানো হয়, জেলায় কোভিড চিকিৎসার জন্য ৫০০টি বেড রয়েছে। এছাড়া অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে ১৬৩টি। ২৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটরও আছছে। এছাড়া জেলায় কোভিড চিকিৎসার জন্য আরও ৮৬০টি বেড তৈরি রাখা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়েছে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ১০ শতাংশ জেলায় কোভিড সংক্রমণ রোধ এবং কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করতেও সভায় জেলাশাসককে বলা হয়েছে। আজকের সভায় জেলার তিন বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর, নিজামউদ্দিন চৌধুরী, জাকির হুসেন লস্কর, ডিডিসি আরকে লস্কর, বিজেপি নেত্রী মুন স্বর্ণকার, মিলন দাস অংশ নেন।

করোনার জীবাণু নাশ করতে গুয়াহাটি মহানগরের মঠ-মন্দির-নামঘরকে স্যানিটাইজ করছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ

গুয়াহাটি, ১ জুন (হি.স.) : সমগ্র বিশ্বে কোভিড অতিমারি মানবসমাজে অতি জটিল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ভারত তথা অসমের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে গুয়াহাটি মহানগরের সমস্ত মঠ, মন্দির, নামঘরগুলিকে কোভিড সংক্রমণের হামলা থেকে রক্ষা করতে ভক্তদের দর্শনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি মহানগর জেলার কার্যকর্তারা সমস্ত মঠ ও মন্দিরগুলিকে জীবাণুমুক্ত এবং রোগ সংক্রমণ কম করার জন্য স্যানিটাইজেশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদের সভাপতি শুভরাম বরা ও সম্পাদক চন্দন রাভার উদ্যোগে সমূহ প্রখণ্ডের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে অনলাইন বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি মহানগর জেলা সমিতির প্রচারক মুকুটেশ্বর গোস্বামী এবং জগদীশচন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন, আগামী পনেরো দিনের মধ্যে গুয়াহাটি মহানগরের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রখণ্ডের অধীনস্থ সমস্ত মঠ -মন্দির ও নামঘরগুলিকে স্যানিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া কোভিড নিরাময়ের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক ফলদায়ক বলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা স্বীকৃত আয়ুষ-এর ৬৪টি ওষুধ গুয়াহাটি মহানগর সমিতির সদর কার্যালয় পঞ্চজন্য ভবনে বিনামূল্যে বিতরণের কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মোটরবাইকে ধাক্কা ট্রাকের, মধ্যপ্রদেশে বাবা-মা ও দুই মেয়ের মৃত্যু

শেওপুর, ১ জুন (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের শেওপুর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। ট্রাকের ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান দুই মেয়ে ও তাঁদের বাবা-মা। দুর্ঘটনায় ৪ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাত আটটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শেওপুর-শিবপুরী হাইওয়ের উপর কাকারধা গ্রামের কাছে। গ্রামীণ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা গৌরব শর্মা জানিয়েছেন, বার্ধা বাছেরি গ্রামের বাসিন্দা বছর ৪৫-এর একজন ব্যক্তি ৪০ বছর বয়সী স্ত্রী ও ৭ ও ২ বছর বয়সী দুই মেয়েকে নিয়ে কাকারধা গ্রামে যাচ্ছিলেন। রাত তখন আটটা হবে, একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে রাস্তার ধারে পড়ে যায় বাইকটি। দুর্ঘটনায় ওই স্থানেই ৪ জনের মৃত্যু হয়। ট্রাক ফেলেই পালিয়ে যায় চালক। আটক করা হয়েছে ঘাতক ট্রাকটি, তবে চালক পলাতক। এই দুর্ঘটনায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাশি বিশ্বনাথ করিডরে ভেঙে পড়ল হোস্টেল, মৃত্যু মালদহের দুই শ্রমিকের

বারাণসী, ১ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রোজেক্ট কাশি বিশ্বনাথ করিডরে ভেঙে পড়ল জরাজীর্ন হোস্টেল। ঘুমের মধ্যেই ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে যান কাশি বিশ্বনাথ করিডর প্রোজেক্ট নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ৯ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে ৭ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হলেও, দু''জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকদের নাম-আমিনুল মোমিন (৪৫) ও এবাউল মোমিন (২৭)। তাঁদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার কালিয়াচকে। আহত ৭ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।পুলিশ জানিয়েছে, দশাশ্বমেধ ঘাট থানার অন্তর্গত কাশি বিশ্বনাথ করিডর প্রোজেক্ট এলাকার গোয়েঙ্কা হোটেলে থাকতেন শ্রমিকরা। কাশি বিশ্বনাথ করিডরের জন্য ললিতা ঘাটে অবস্থিত গোয়েঙ্কা ছাত্রাবাসকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। সোমবার রাতে অতিরিক্ত গরমের কারণে ছাত্রাবাসের নীচে ঘুমিয়েছিলেন শ্রমিকরা। মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ আচমকাই গোয়েঙ্কা ছাত্রাবাস ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন দু''জন শ্রমিক। আহত ৭ জন শ্রমিকের নাম- আব্দুল জব্বার, ইমরান, আরিফ মোমিন, শাহিদ আখতার, সাকিউল মোমিন, হাকিম খান ও আরিফ মোমিন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, করিডরে ভারী মেশিনের কম্পনে ভেঙে পড়ছে স্থানীয় বাড়ি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আগের থেকে সুস্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ঘুম স্বাভাবিক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। স্বাভাবিক ঘুম হচ্ছে, খাবারও খাচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এভাবেই সুস্থ হতে থাকলে খুব শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে ছুটি পেতে পারেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। গত ১৮ মে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রথমে বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল, পরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় ২৫ মে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। মঙ্গলবার সকালে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, সোমবার রাতে বুদ্ধদেবের ভাল ঘুম হয়েছে। খাবারও খেয়েছেন তিনি। তবে, বুদ্ধদেবকে বাইপ্যাপে রাখা হয়েছে। অক্সিজেনের পরিমাণও কমানো হয়েছে। মিনিটে ১-২ লিটার অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা এই মুহূর্তে ৯৫ শতাংশ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বুদ্ধদেবের রক্তচাপ স্বাভাবিক। রক্তে শর্করার পরিমাণও স্বাভাবিক রয়েছে। তাঁর যে শুকনো কাশি হচ্ছিল, সেটাও অনেকটা কমেছে। সার্বিকভাবে বলাই যেতে পারে, আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পছন্দের সেলিব্রিটির সাথে লাইভ কথা বলতে চান ! তালিকায় রাখুন এই অ্যাপটি

সামাজিক অডিও অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হচ্ছে ক্লাবহাউস এই মাধ্যমে মূলত বিভিন্ন সেলিব্রিটি থেকে বিশিষ্ট মানুষজন লাইভ অডিও হোস্ট করে তাদের ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে। অ্যাপটি শুরু থেকে আইওএস ব্যবহারকারীদের জন্য উপলভ্য থাকলেও অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ আনার জন্য কাজ শুরু করেছিল সংস্থা। বেশকয়েক সপ্তাহ ব্যবহারকারীরাও উপভোগ করতে পারবে ক্লাবহাউস।

সংস্থার সদ্য চালু করা ক্লাবহাউস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি গ্রাহকদের মিলবে গুগল প্লে স্টোরে। তবে এই অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে অ্যান্ড্রয়েড ৮.০ এবং তার পরের অ্যান্ড্রয়েড ভার্সানের ডিভাইসগুলিতে। যদিও এখনও নতুন অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণটি শুধুমাত্র উপলভ্য রয়েছে ওয়েটলিস্ট-এ আনার জন্য একাধিক ভাষার সমর্থন সহ অ্যাক্সেসযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে।

টেসলা এবং স্পেসএক্স-এর সিইও ইলন মাস্ক এবং ফেসবুকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকারবার্গের মতো ব্যক্তিদের ক্লাবহাউস ব্যবহার করার অল্প সময়ের মধ্যে অডিও অ্যাপটি বিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পাশাপাশি চলতি বছরের

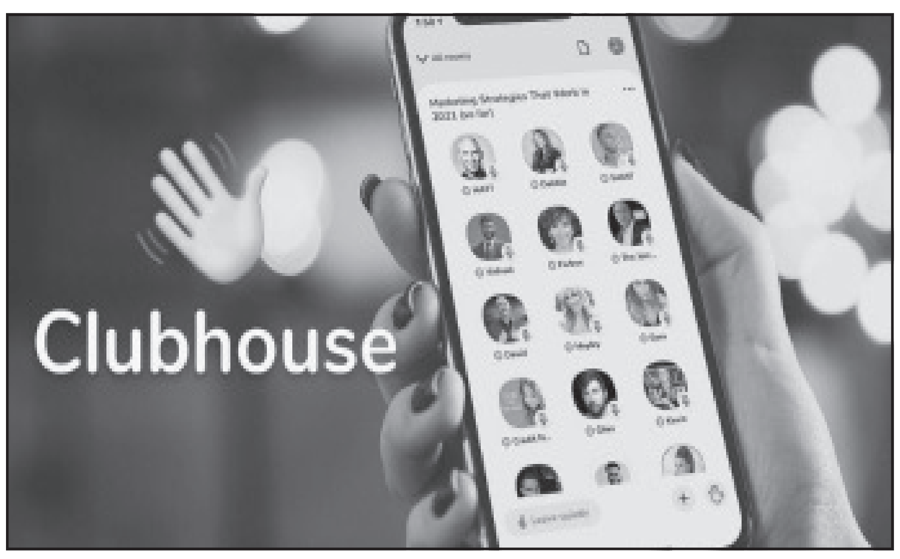

আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু করা হয়েছিল ক্লাবহাউস অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ পরীক্ষার কাজ। অনেকে মনে করছে এই নতুন সংস্করণটি চালু করা হচ্ছে আরও বেশি বাজার দখলের সঙ্গে ব্যবহারকারী যুক্ত করার লক্ষ্যে। তবে সম্প্রতি এই পরীক্ষার পরে সংস্থা জানিয়েছে, সামাজিক অডিও অ্যাপ্লিকেশন ক্লাবহাউস এখন ভারতে এবং বিশ্বজুড়ে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ডাউনলোডের জন্য উপলভ্য। অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস ওয়েটলিস্ট এবং আমন্ত্রণ সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে। এর পাশাপাশি বর্তমানে ক্লাবহাউসটি ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের একজন বিদ্যমান ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণের প্রয়োজনের দরকার।

ক্লাবহাউস-এর প্রতিষ্ঠাতা এই মাসে একটি ব্লগের মাধ্যেম জানিয়েছিলেন, আরও বেশি গ্রাহক যুক্ত করার জন্যই সংস্থার এই সিদ্ধান্ত। এর পাশাপাশি সংস্থা আরও অধিক মিলিয়ন গ্রাহক আইওএস শুরুর দিকে ইলন মাস্ক এবং অন্যান্য সেলিব্রিটিদের অডিও কথোপকথন হোস্ট করার পরেও ক্লাবহাউস বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীকে আকৃষ্ট করেছিল বলে জানা গেছে। সেন্সর টাওয়ারের (দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই মাধ্যম ৯.৬ মিলিয়ন ডাউনলোডের মাইলস্টোন অর্জন করলেও, মার্চ মাসে তা হটাত করে ৭২ শতাংস কমে হয় ২.৭ মিলিয়ন। এপ্রিলে এই সংখ্যাটি আরও কমে দাঁড়িয়েছে ৯০০,০০০ ঘরে।

মেয়ের জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা গৌরীর

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় স্টার কিড (শাহরুখ কন্যা সুহানা খান। বলিউডে বেশ চর্চায় থাকে সুহানা। সারাক্ষণ মুম্বই ক্যামেরাম্যানের নজরে থাকেন তিনি। এবছর ২১ মে সুহানার ২১ বছরের জন্মদিনে মা গৌরী খান সোস্যাল মিডিয়ায় মেয়ের একটি ছবি পোস্ট করে উইশ করেছেন। বর্তমানে সুহানা রয়েছে নিউ ইয়র্কে

শাহরুখ খান এবং গৌরী খানের মেয়ে সুহানা খান এবছর ২১ এ পা দিয়েছেন। কিন্তু জন্মদিন সে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারেনি। কারণ সে রয়েছে সুদূর নিউ ইয়র্কে। সেখানে বসেই পালন করেছেন নিজের জন্মদিন। নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন সুহানা। এদিন গৌরী নিজের ইনস্টাগ্রামে সুহানার একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে সুহানা সাদা কালো পোলকা ডটের একটি ড্রেস পরে আছেন। ক্যাপশনে গৌরী খান লিখেছেন, । জন্মদিনে মায়ের এই ভালোবাসায় ভরা শুভেচ্ছা বার্তায় সুহানা নিউ ইয়র্কে বসে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই করেছেন, গৌরীর এই পোস্টে একাধিক তরিকা সুহানাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মালাইকা অরোরা সঞ্জয় কাপুর হৃত্বিক রোশনের প্রাক্তন পত্নী সুসেন খান প্রমুখরা রয়েছেন সেই তালিকায়। সুহানা শুরু থেকেই চেয়ে এসেছেন বলিউডে অভিনয় করতে। কিন্তু শাহরুখ খানের স্পষ্ট কথা, অভিনয়ে আসার আগে নিজের পড়াশুনা সম্পুর্ন করতে হবে। সেই কথা মতই সুহানা নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি শাহরুখ গৌরীর ছেলে আরিয়ান খান আমেরিকার সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকতা পাশ করেছেন। তার গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানের ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। যদিও আরিয়ান অভিনয় জগতে আসা নিয়ে কখনও কোন রকম ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এমনটাই শাহরুখ একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। আশা করা যায় সুহানার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হলে খুব শীঘ্রই তাকে দেখা যাবে সিলভার স্ক্রিনে।

সৌমিত্র স্মরণে শহরে অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল

করোনা পরিস্থিতিতে আশেপাশে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, মানুষের স্বজন হারানোর আর্তনাদ। মৃত্যু মিছিল দেখা দিয়েছে ভারতে। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন রাজ্য নিজেদের প্রয়োজনে লকডাউন, আংশিক লকডাউন এছাড়া বিভিন্ন বিধি নিষেধ ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৫ দিনের সাময়িক লকডাউন ঘোষণা করেছেন। যার ফলে বন্ধ রয়েছে টলি পাড়ায় শুটিং। শুটিং চলাকালীন একাধিক শিল্পী এবং কলাকুশলী করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই এই কঠিন সময় স্টুডিও পাড়ার শিল্পী, কলাকুশলী এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল আর্টিস্ট ফোরাম। টলি পাড়ার শিল্পী এবং তাদের পরিবারের জন্যে তৈরি করা হয়েছে একটি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র।

দৈনিক সংক্রমণ বাড়তে থাকার ফলে হাসপাতাল গুলি করোনা রোগীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ শয্যা, অক্সিজেন, ওষুধের জোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। হাসপাতালে অক্সিজেনের ভাবে মৃত্যু হয়েছে হাজার হাজার রোগীর। তাই টলি পাড়ার পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছে আর্টিস্ট ফোরাম। দক্ষিন কলকাতায় লেক গার্ডেনসের কাছে ব্যাটমিন্টন ট্রেনিং সেন্টার কমপ্লেক্সে তৈরি হয়েছে এই অস্থায়ী

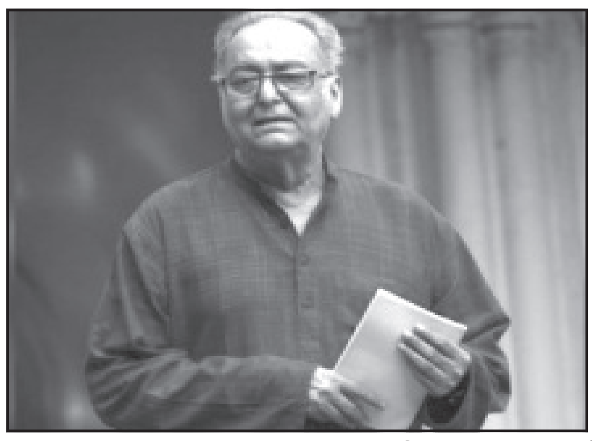

চিকিৎসা কেন্দ্র। প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে (শ্রদ্ধা জানিয়ে এই উদ্যোগের নাম রাখা হয়েছে 'সৌমিত্র'। শনিবার থেকে কাজ শুরু হয়েছে।

ফোরাম ও বিধায়ক শ্রী দেবাশিস কুমারের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হচ্ছে এই অস্থায়ী কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্র। তাদের এই উদ্যোগে সহায়তা করেছেন মিলন সংঘ (ক্লাব। এই অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র সম্পর্কে ফরামের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ২৫টি বেড বিশিষ্ট এই চিকিৎসা কেন্দ্র প্রাথমিক ভাবে ৮৯ এবং ৯৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের পরিষেবা দেওয়া হবে। ফরামের মাধমেই এখানকার পরিষেবা পাওয়া যাবে। রোগীকে ভর্তি করানোর আগে রোগীর কোভিড রিপোর্ট এবং আধার কার্ডের প্রতিলিপি বাধ্যতা মূলক।

এই বিবৃতিতে আরও বলা বলেছে, করোনা আক্রান্ত শিল্পী এবং তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে অস্থায়ী এই হাসপাতালে ভর্তির আগে ফোরাম কার্ড দেখাতে হবে। এছাড়া কলাকুশলী এবং তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে গিল্ড অথবা ফেডারেশনের পরিচয় পত্র দেখাতে হবে। ফোরাম পক্ষ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল নূন্যতম কিছু পরিষেবা দিতে সক্ষম হবে। বিশেষ কোন চিকিৎসা পরিষেবা এখানে নেই। প্রয়োজনে সেক্ষেত্রে রোগীকে স্থায়ী কোন হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। এখানে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হবে বলেও জানিয়েছে ফোরাম।

কোভিড পরিস্থিতিতে নয়া উদ্যোগ প্রিয়াঙ্কা-নিক এবং মৌনির

করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে নিজের দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসছেন একের পর এক বলিউড তারকা। সম্প্রতি গ্লোবাল আইকন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং তাঁর স্বামী পপ তারকা নিক জোনাস কোভিড ত্রাণের জন্য 'গিভ ইন্ডিয়া'র তহবিলে দান করেছেন। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি টাকা তুলতে সক্ষম হয়েছে এই তারকা জুটি।

অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কইফও তাঁদের এই উদ্যোগ এবং প্রিয়াঙ্কা এবং নিকের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেছেন। নিক-প্রিয়াঙ্কার ৭৩৯৬ জন সমর্থকদের সাহায্যে এখনও পর্যন্ত ২,৯৪,০৮,৬০৪ টাকা জমা পড়েছে।

কোভিড -১৯ ত্রাণের জন্য সকলকে এগিয়ে আসার এবং অর্থদানের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে প্রিয়াঙ্কা এবং নিক একটি ভিডিও বার্তা শেয়ার করেছিলেন সম্প্রতি। অভিনেত্রী এই ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখেন, আপনার সমর্থন এবং অনুদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার অবদান ভারতে কোভিড ১৯-এর সংক্রমণের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে একটি পার্থক্য নিশ্চয়ই আনবে। তবে এখনো অনেক কিছু করা বাকি।'

সেখানে থেকে কী কী সংগ্রহ করতে পেরেছেন, সেই নথি সোশ্যাল সাইটে তুলে ধরেছেন প্রিয়াঙ্কা। অভিনেত্রীর তহবিলে তিন মিলিয়ন, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২২ কোটি টাকা উঠেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে, ৫০০ টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, যেটার মাধ্যমে প্রতিমাসে ২৫০০ জনের বেশি রোগিকে অক্সিজেন দেওয়া সম্ভব হবে। মানবশক্তি নিয়ে ১০টি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের ব্যবস্থা হয়েছে। যেখানে ২ মাসের মধ্যে ৬০০০-এর বেশি মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব। ৪২২টি অক্সিজেন সিন্ডার, যার প্রত্যেকটির ধারণ ক্ষমতা ৬০০০ লিটারের বেশি অক্সিজেন।

এবার করোনা অতিমারিতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন বাঙালি অভিনেত্রী মৌনি রায়

সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক কোভিড সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের করোনা মোকাবিলায় বাংলার বিভিন্ন হেল্পলাইন নম্বরও শেয়ার তিনি করেছেন তার সোশ্যাল সাইটে। তবে এইবার তিনি করোনার জন্য অনুদান দিলেন মায়াপুরের ইসকনের ভান্ডারে। সঙ্গে, একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি সবাইকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে বহু মানুষ অর্থের অভাবে করোনার চিকিৎসা করাতে পারছেন না এই পরিস্থিতিতে আমাদের সবারই এগিয়ে আসা উচিত।

করোনা যুদ্ধে এগিয়ে এলেন নুসরত

এবার নিজের উদ্যোগে করোনা রোগীদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বসিরহাট কেন্দ্রের সাংসদ নুসরত জাহান। বসিরহাট ও সংলগ্ন এলাকার করোনা আক্রান্ত মানুষদের জন্য পলিটেকনিক কলেজে সেফ হোমের ব্যবস্থা করলেন অভিনেত্রী ও সাংসদ নুসরত জাহান। আর তার এই অভিযানে সঙ্গে রইল কমিউনিটি কিচেনের বন্দোবস্তও। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাবতীয় তথ্য ও ফোন নম্বর শেয়ার করলেন তিনি নিজেই। করোনা আক্রান্তদের ভালো রাখতে হাত বাড়ালেন নুসরত জাহান।

বসিরহাট ও সংলগ্ন এলাকার করোনা আক্রান্ত মানুষদের জন্য পলিটেকনিক কলেজে সেফ হোমের ব্যবস্থা করলেন সাংসদ। সঙ্গে রয়েছে কমিউনিটি কিচেনের বন্দোবস্তও। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাবতীয় তথ্য ও ফোন নম্বর শেয়ার করলেন সাংসদ নিজেই। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বল্প উপসর্গযুক্ত রোগীদের রাখার জন্য বসিরহাটের ভ্যাবলা পলিটেকনিক কলেজকে সেফ হোমে রূপান্তরিত করলেন নুসরত। কোভিড আক্রান্তদের পরিবার ও অন্যান্য-দুঃস্থ পরিবারের জন কমিউনিটি কিচেনও চালু করা হয়েছে। বিনামূল্যে খাবার মিলবে এই কোভিড সহায়তা কেন্দ্রে।

প্রয়াত বলিউডের বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক লক্ষ্মণ, কোভিড টিকা নিয়েই হয়েছিলেন অসুস্থ

শোকের ছায়া আবারও বলিউডের সঙ্গীত জগতে। শনিবার ভোর রাতে রাম — লক্ষ্মণ জুটির লক্ষ্মণ প্রয়াত হয়েছেন। ৭৯ বছর বয়সে নাগপুরে এই বর্ষীয়ান সুরকার তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সঙ্গীত জগতে তিনি লক্ষ্মণ নামে খ্যাত হলেও তার প্রকৃত নাম বিজয় পাতিল

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, কোভিডের দুটি ভ্যাকসিনই গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তারপর থেকেই তিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পরেন। শেষ কয়েকদিন থেকেই তার শারীরিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। শনিবার ভোর রাত ১টা নাগাত নাগপুরে মৃত্যু হয় লক্ষণের। বলিউডের জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালকদের মধ্যে শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন রাম — লক্ষণের এই জুটির নাম। একাধিক জনপ্রিয় গানের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তারা। পরিচালক সুরজ বরজাত্য র ছবি 'ম্যয়নে প্যার কিয়া' 'হাম আপকে হ্যায় কওন' 'হাম সাথ সাথ হ্যায় প্রমুখ ছবি গুলিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রাম — লক্ষ্মণ। কেরিয়ারের শুরুতে এই জুটি একটি অর্কেস্ট্রা ব্যান্ডের সঙ্গে কাজ করছেন। তারপর ৭০এর দশকে জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রযোজক দাদা কন্দকে এই জুতিকে বলিউডে নিয়ে আসেন। বরজাত্যদের সঙ্গে খুব সম্পর্ক ছিল জুটির। এমনকি বরজাত্যদের প্রোডাকশন হাউস রাজশ্রী প্রোডাকশনের অফিসে রাম — লক্ষণের জন্যে একটি আলাদা বসার ঘর ছিল।

কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকর গভীর শোকাহত নিজের প্রিয় সঙ্গীত পরিচালকের প্রয়াণে। টুইট করে শোকবার্তা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান শিল্পী। তিনি লিখেছেন, 'আমি এইমাত্র জানতে পারলাম এত গুণী এবং জনপ্রিয় সুরকার রাম লক্ষণ জি (বিজয় পাতিল) প্রয়াত হয়েছেন. ওনার মৃত্যু সংবাদে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। উনি ভীষণই ভাল মানুষ ছিলেন। আমি ওনার সুর করা অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছি। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করছি আমি'। সলমন খানের একাধিক ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তিনি। লক্ষণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সলমনও।

রাম লক্ষণ জুটির রাম মারা গিয়েছিলেন ১৯৭৬ সালে। কিন্তু সহযোগীর মৃত্যুর পরেও এত বছর রাম লক্ষণ নাম নিয়েই সঙ্গীত পরিচালনা করে এসেছেন লক্ষণ। এই নামেই তিনি বলিউড জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

বৃষ্টির সুরেই প্রেম সাগরে নিয়ে গেলেন ঋতাভরী

গত ডিসেম্বর মাসেই নিজের প্রথম গানের অ্যালবাম- 'রূপ সাগরে' প্রকাশ্যে এনেছিলেন অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর পাশাপাশি যে তিনি যে একজন সুগায়িকাও তা আগেই প্রমাণ করেছেন। তবে 'রূপ সাগরে'' বাংলা গান হলেও এবার কিন্তু তিনি কলম ধরলেন এবং গাইলেন পুরোদস্তুর হিন্দি গান। প্রকাশ্যে আনলেন নিজের গাওয়া প্রথম হিন্দি গান-সাভন। মিউজিক ভিডিওটির মেকিং ও স্ক্রিন প্রেসেন্স-ও দুর্দান্ত। বর্ষার আমেজ, হিমেল হাওয়া বৃষ্টি ভেজা মাটি আর প্রেম হ্যাক হয়ে গেল এই গানে। শ্রোতাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন প্রেম যমুনাতে। তবে, এক্ষেত্রে শুধু গান গাওয়াই নন তার সঙ্গে সঙ্গে এই গানের কথা লেখার পাশাপাশি স্বয়ং নায়িকা নিজেই করেছেন এই গানের কম্পোজিশন। শুক্রবার নিজের প্রথম হিন্দি গানের মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করলেন ঋতাভরী। গানে তাঁকে সঙ্গত দিয়েছেন বলিউডের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী, গীতিকার, সংগীত পরিচালক স্বানন্দ কিরকিরে। জনপ্রিয় 'রঙ্গি সারি' গানটির অংশ গেয়েছেন স্বানন্দ কিরকিরে। ঋতাভরীর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন 'থাপ্পড়' সিনেমা খ্যাত অভিনেতা পাভেল গুলাটি অবশ্য নতুন এই গানের কথা আগেই জানিয়েছিলেন ঋতাভরী। শুটিংয়ের ছবিও প্রকাশ্যে এনেছিলেন। মিউজিক ভিডিও সেনা অফিসারের

চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাভেল। মাঝে বিরহের ব্যথা রয়েছে ঠিকই তবে এই বিরহের পরেই রয়েছে মনের মানুষ ফিরে পাবার আনন্দ।

'সাভন' গানের মিউজিক এবং অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন সম্বিত মুখোপাধ্যায়। মিক্স এ মাস্টারিংয়ে সায়ন ঘোষ। রাহুল দাশগুপ্ত এবং খুশবু লোহারিয়ালের নিবেদিত গানটির প্রযোজনায় ঋতাভরীর সঙ্গী হয়েছেন মা শতরূপা সান্যাল। ভিডিওটি পরিচালনা করেছেন আত্রেয়ী সেন। এখনও পর্যন্ত ছ'লক্ষেরও বেশি মানুষ ইউটিউবে তা দেখে ফেলেছেন। অনেকেই অভিনেত্রীর গানের প্রশংসা করেছেন। ২০১৭ সালে আবার আয়ুষ্মান খুরানার সঙ্গে 'ওরে মন' মিউজিক ভিডিওয় জুটি বেঁধেছিলেন ঋতাভরী। ছোটো পর্দা দিয়ে কাজ শুরু করলেও খুব বেশিদিন তাঁকে ছোট পর্দায় দেখা যায়নি। বরং মিউজিক ভিডিও,শর্ট ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বলিউডেও সমাদর পান। কল্কি কোয়েচলিন,অনুরাগ কাশ্যপ, আয়ুষ্মান খুরানার মতো অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে কাজ করেছেন তিনি। গত বছর মুক্তি পেয়েছিলো উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজনায় অরিত্র মুখার্জির পরিচালনায় সিনেমা 'ব্রমা জানেন গোপন কম্মোটি' .যেখানে মহিলা পুরোহিতের চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করেছেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। পাশাপাশি বিভিন্ন ফটোশ্যুট, অ্যাডের শ্যুটে নজর কাড়েন তিনি।

প্রথম বলিউড ছবি যা আসতে চলেছে অ্যাপেল টিভিতে

সমালোচনা যতই থাক 'ভাইজান'-এর ফিল্ম হিট হবে না এমন হতেই পারে না। এবার 'রাধে:ইউর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই' আরও এক মাইলস্টোন টপকে গেল। এই ছবিটি আপাতত সরাসরি দেখা যাবে অ্যাপল টিভিতে এটি বলিউডের প্রথম ছবি যা সর্বপ্রথম সম্প্রচারিত হতে চলেছে অ্যাপেল টিভিতে। নিঃসন্দেহে এই প্রাপ্তিতে আপাতত 'রাধে'র গোটা টিম 'ক্লাউড নাইন'-এ। 'রাধে: ইউর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই' দেখা যেতে চলেছে, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, কানাডা, ফিজি, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা

এবং মরিশাস সহ আরও ৬৫-রও বেশি দেশে। তবে প্রযোজক এবং পরিচালকদের মতে শুধু এই দেশগুলিতে নয় আরো শতাধিক দেশে দেখা যাবে 'রাধে:ইউর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই'। জি ফাইভ ও জি প্লেক্স এই দুই অনলাইন প্লাটফর্মে গত ১৩ মে থেকে দেখা যাচ্ছে 'রাধে:ইউর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই' পে পার ভিউ এর ভিত্তিতে। সমালোচক থেকে নেটিজেনদের একাংশের বক্তব্য, এই ছবি মোটেও তাদের পছন্দ হয়নি।

নারদ মামলা অন্যত্র স্থানান্তর বিষয়ক শুনানি ফের হবে আজ

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : নারদ মামলা অন্যত্র স্থানান্তর বিষয়ক শুনানি মঙ্গলবারও অসম্পূর্ণ থেকে গেল। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় ফের এই মামলার শুনানি হবে।
মঙ্গলবার এজলাসে পক্ষপাতের বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল অশোক মেহতার ব্যাখ্যা শোনার পর বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মেহতাকে জিজ্ঞাসা করেন, ''আমাদের সংবিধানে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ দেখানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা কী ভাবে বিচার প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলেছে সেটা বলুন।''
অশোক মেহতা বলেন, ''বিচারকের মনোভাব পক্ষপাতদুষ্ট নাও হতে পারে। কিন্তু বাইরে যে ভাবে ভয় দেখানো হয়েছে। তার জন্য পক্ষপাতের বিষয়টি আমি বলেছি।'' বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, ''সে দিন ভার্চুয়াল শুনানি হয়েছে। আইনমন্ত্রী এবং বাকিরা আদালতের বাইরে বিক্ষোভ করছেন, এতে সমস্যা কোথায়? চার্জশিট জমা হয়েছে ভার্চুয়ালি। আপনার কথার যৌক্তিকতা কোথায়?'' জবাবে মেহতা বলেন, ''পাবলিক ইন লার্জের কথা বলা হচ্ছে।''
বিচারপতি এবং কেন্দ্রের সলিসেটর জেনারেলের মধ্যে কথা হওয়ার সময়ই অভিযুক্তদের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে ওঠেন, ''কেউ ভিতরে যাননি। এজলাসেও কেউ ছিল না।'' তখন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বিন্দল বলেন, ''আপনাকে যখন সময় দেওয়া হবে তখন বলবেন। মাঝে বলবেন না।''
কল্যাণবাবুকে থামিয়ে দেওয়ার পর অশোক মেহতা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, ''স্বয়ং আইনমন্ত্রী হাজার মানুষের সঙ্গে আদালতের বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন। বিচারক প্রভাবিত না হলেও সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে এই জামিন বাধ্য হয়ে দেওয়া।'' এর জবাবে বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন বলেন, ''সেদিনের সওয়াল নিরপেক্ষ বলে মনে হচ্ছিল না, তাহলে শুনানি থামিয়ে দিতে পারতেন।''
উত্তরে অশোক মেহতা বলেন, ''আমি বলছি আদালত শুধু জামিন নিয়ে শুনেছে। বাকিটা মামলার তো শুনানিই হয়নি।'' এর পর মেহতার সংযোজন, ''ভেবে দেখুন বিশেষ আদালতে মন্ত্রীরা গিয়েছিলেন শুধুমাত্র জামিন করানোর জন্য। আমি বার বার বলছি এই ধরনের পরিকল্পিত গুন্ডামি পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে। এটা প্রথম নয়। এর আগে যখন পুলিশ কমিশনারকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল তখনও এমন ঘটেছিল। যখন ক্ষমতাসীন কেউ গ্রেফতার হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী তার প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমে পড়েছেন।''মেহতার যুক্তি শুনে বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বলেন, ''মেহতা বেশ উজ্জ্বল যুক্তি দিয়েছেন আপনি। আপনার যুক্তি শুনে নিজেকে ছাত্র হিসাবে মনে হচ্ছিল।''ফের বুধবার এই মামলার শুনানি হবে।

মঙ্গলবার দেশ জুড়ে কালা দিবস পালন চিকিৎসকদের

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : বাবা রামদেবের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ নিয়ে মন্তব্যের প্রতিবাদে ১ জুন 'কালা দিবস' পালন করল সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠনগুলি। দ্য ফেডারেশন অব রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন (ফোরডা) ওই কালাদিবস পালনের ডাক দেয়। তাদের এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানায় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিশেন (আইএমএ)-সহ অন্য সংগঠনগুলিও। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ নিয়ে যোগগুরু রামদেবের বক্তব্যকে 'অবমাননাকর এবং বিরক্তিকর মন্তব্য' বলেছে ফোরডা। যদিও দেশ জুড়ে মঙ্গলবার কালা দিবস পালন হলেও রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও রকম ব্যাঘাত ঘটবে না বলে জানিয়েছে তারা। ফোরডার দাবি, রামদেব যদি নিজের মন্তব্য নিয়ে জনসমক্ষে ক্ষমা না চান, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে মহামারি রোগ আইন, ১৯৮৭-এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। জম্মুর চিকিৎসকদের সংগঠনও এই প্রতিবাদে ফোরডার পাশে দাঁড়িয়েছে। ১ জুনের প্রতিবাদে অংশ নেবে বলেও জানিয়েছে ওই সংগঠন। বিহারে জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠনও এই কালাদিবস পালনে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, রামদেব আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকে 'বোকামি এবং ব্যর্থ বিজ্ঞান' বলেছিলেন। রামদেবের ওই বক্তব্য নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দেশের চিকিৎসক মহলে।

ভারতরত্ন হিসেবে একমাত্র অমর্ত্য সেন বিনামূল্যে বিমান যাত্রা করেছেন

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): ভারতরত্নে সম্মানিতদের মধ্যে অমর্ত্য সেনই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ৪ বছরে ২১ বার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বিনামূল্যে যাত্রা করেছেন। তথ্যের অধিকার আইনে এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এই তথ্য উঠে আসে। তথ্যের অধিকার আইনে এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ভারত সরকারের দেওয়া বিনামূল্যে বিমানযাত্রার সুবিধা কতজন ভারতরত্ন প্রাপক নিয়েছেন। কত খরচ হয়েছে সেই কারণে। সেই প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়েছে, 'ভারতরত্ন প্রাপ্তদের সম্মান জানাতেই সরকার এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেখানেই জানা গিয়েছে, একমাত্র অমর্ত্য সেন ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ২১ বার বিনামূল্যে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে যাতায়াত করেছেন। এখন পর্যন্ত ৪৮ জন ভারতীয় ভারতরত্নে সম্মানিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৪ জনকে মরণোত্তর সম্মানিত করা হয়েছে। বাকি ৩৪ জনের মধ্যে অমর্ত্য ছাড়াও বেঁচে আছেন লতা মঙ্গেশকর, শচিন তেন্ডুলকর, অধ্যাপক সিএনআর রাও। জানা গেছে তাঁরা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বিনামূল্যে যাত্রা করেননি বলেই জানিয়েছে কেন্দ্র। ভারতরত্ন প্রাপকদের বিনামূল্যে বিমানযাত্রার সুযোগ দেওয়ার নিয়ম চালু হয়েছিল ২০০৩ সালে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে এই বিশেষ সুবিধা দিতে শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কারণেই অমর্ত্যর বিমানযাত্রায় কোনও অর্থ নেয়নি এয়ার ইন্ডিয়া। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁকে ভারতরত্নে সম্মানিত করে কেন্দ্র। তার পর অটলবিহারীর আমলে এই বিশেষ সুবিধা দেয় কেন্দ্র।

হাবড়ায় একই পরিবারের তিনজনের রহস্যমৃত্যু উদ্ধার দম্পতি ও ৮ বছরের ছেলের দেহ

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : একই পরিবারের তিন সদস্যের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায়। ইতিমধ্যেই দেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বধূ। তাঁর স্বামী ও সন্তানের মৃত্যুর কারণ বিষক্রিয়া। জানা গিয়েছে, হাবড়ার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে থাকতেন পেশায় রাজমিস্ত্রি প্রকাশ বিশ্বাস। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। জ্বরও ছিল। প্রতিবেশিদের জানিয়ে ওষুধ আনার ব্যবস্থাও করেছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রকাশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মৃত মহিলা। প্রথম পক্ষের বছর আটের সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই প্রকাশের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন তিনি। পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই যুবক স্ত্রী, সন্তানকে খুশি রাখার সবরকম চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী কারও সঙ্গে মিশতে দিতেন না প্রকাশকে। তা নিয়ে অশান্তিও চলছিল।
এলাকারই বাসিন্দা এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, প্রকাশের করোনার উপসর্গ থাকায় তাঁর স্ত্রীকে বারবার ঘরবন্দি থাকতে বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন তিনি। এই নিয়ে ঝামেলাও হয়। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রকাশ, তাঁর স্ত্রী ও ছেলের দেহ। ঘরে শোওয়া অবস্থায় মিলেছে প্রকাশ ও তাঁর ছেলের দেহ। ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মিলেছে বধূর নিথর দেহ। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে বিষক্রিয়ায় প্রকাশ ও তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হলেও এবিষয়ে নিশ্চিত নয় পুলিশ। একসঙ্গে পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যুর নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ডিমা হাসাওয়ে কোভিডে মৃত্যু জনৈক মহিলার, জেলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১২

হাফলং (অসম), ১ জুন (হি.স.) : কোভিড-১৯ আরও একজনের প্রাণ কেড়ে নিল ডিমা হাসাওয়ে। মঙ্গলবার কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মাইবাং থেকে হাফলং নিয়ে আসার পথে মৃত্যু ঘটেছে ৬৭ বছরের এক মহিলার। মাইবাং হরিচন্দ্রপুরের বাসিন্দা বেণুবালা দাস নামের এই মহিলার মৃত্যু ঘটেছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাইবাং থেকে হাফলং নিয়ে আসার পথে বলে জানা গিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে। এনিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২-। এর মধ্যে হাফলং সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, মাইবাং হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে এক জনের এবং পোস্ট কোভিডে হাফলঙের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এক জনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ৩ জনের।
এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় সোমবার নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৮ জন। এ নিয়ে পাহাড়ি জেলায় করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৪৭৮-। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেছেন ৫৪২ জন। বর্তমানে জেলায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৮৯৯-। এছাড়া হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৮৩৪ জন। হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৮ জন রোগী, জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মন। তাছাড়া কোভিড রোগীদের জন্য হাফলং সরকারি হাসপাতালে ১৫০ শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. কল্পনা কেম্প্রাই।

অসমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দু-এক দিনের মধ্যে, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পেগু

গুয়াহাটি, ১ জুন (হি.স.) : কোভিড পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় চলতি শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট বিভাগ। ফলে গভীর অনিশ্চয়তায় পড়েছিল অসমের লক্ষ লক্ষ লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীক ভবিষ্যত। তবে এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু ঘোষণা করেছেন, খুব শিগগির চলতি বছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতি নিতেও আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী।
আজ মঙ্গলবার জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু বলেন, করোনা-কালে মেট্রিক এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে ইতিমধ্যে আসু সহ রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শের বলে আজ বিকেল ৪:৩০টা থেকে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, জানান মন্ত্রী ডা. পেগু।
তবে কী ধরনে বা কী পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হবে সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট মন্তব্য করতে চাননি শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, পরীক্ষার ১৫ দিন আগে দিন-তারিখ, সময়সূচি অর্থাৎ রুটিন প্রকাশ করবেন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ।

যৌথবাহিনীর অভিযানে ডিমা হাসাওয়ের মাহুরে এনএসসিএন (আইএম)-এর এক সদস্য গ্রেফতার

হাফলং (অসম), ১ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় নাগা উগ্রপন্থী সংগঠন এনএসসিএন (আইএম)-এর জঙ্গি সংগঠনের সদস্যকে গ্রেফতার করেছে আসাম রাইফেলস ও ডিমা হাসাও পুলিশ। ডিমা হাসাও জেলার মাহুর থানার অন্তর্গত লাইসং এলাকা থেকে কিলাংচংবে জেমি নামের এক এনএসসিএন (আইএম) জঙ্গি সংগঠনের সদস্যকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী। ধৃত জঙ্গির বাড়ি ডিমা হাসাও জেলার কেপেলো গ্রামে। ২০১৫ সাল থেকেই কিলাংচবে জেমি এনএসসিএন (আইএম) জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে ধৃত জঙ্গিকে পুলিশ থানায় রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কোভিড টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন খাট্টার, সকলকে ভ্যাকসিন নেওয়ার আহ্বান

চন্ডীগড়, ১ জুন (হি.স.): কোভিড টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন গত ৩০ এপ্রিল, ১ জুন (মঙ্গলবার) করোনাভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। করোনাকে পরাজিত করার জন্য প্রধান হাতিয়ার হল টিকাই। এদিন টিকা নেওয়ার পর সমস্ত দেশবাসীকে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন খাট্টার।
৬৬ বছর বয়সী মনোহর লাল খাট্টার গত বছরের আগস্ট মাসে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন। চিকিৎসার পর সুস্থও হয়ে ওঠেন তিনি। গত ৩০ এপ্রিল কোভিড টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন তিনি, মঙ্গলবার নিয়েছেন দ্বিতীয় দফার ডোজ।

আর বিলম্ব নয়, ৩ জুন কেরলে বর্ষার আগমণ : আইএমডি

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমি বায়ুর কেরলে পৌঁছতে এবার দেরিই হলে। তবে আর বিলম্ব নয়, ৩ জুনই (বৃহস্পতিবার) কেরলে ঢুকে পড়বে দক্ষিণ পশ্চিমী মৌসুমি বায়ু, আগমণ হবে বর্ষার। মঙ্গলবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আর কোনও বিলম্ব হবে না, ৩ জুনই কেরলে আগমণ হবে দক্ষিণ পশ্চিমী মৌসুমি বায়ুর। আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ পেনিনসুলায় এবার স্বাভাবিক বর্ষার সম্ভাবনা রয়েছে।
নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, কেরলে বর্ষার পৌঁছনোর কথা ১ জুন। কিন্তু কোনও কোনও বছর দু'-এক দিন আগেও চলে আসে। আবার কোনও কোনও বছর তার দেরি হয়। এবার ৩ জুন আগমণ হতে চলেছে বর্ষার। এদিকে, আগামী পাঁচদিন উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম ও কেরলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আইএমডি। আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায়।

পজিটিভিটি রেট কমে ০.৮৮ শতাংশ, দিল্লিতে সক্রিয় রোগী ১০,১৭৮

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও ১০০-র নীচে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬২৩ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৬৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজার ২৯৯ জনের।
দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৮৬ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৪২৩ জন। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১০ হাজার ১৭৮ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.৮৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

হবে না ফাইনাল পরীক্ষা, তামিলনাড়ুতে প্রথম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সবাই উত্তীর্ণ

চেন্নাই, ১ জুন (হি.স.): তামিলনাড়ুতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তীর্ণ ঘোষণা করে দিল তামিলনাড়ু সরকার। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হবে। কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য তামিলনাড়ুতে এ বছর প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে না ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা। মঙ্গলবার তামিলনাড়ু সরকার জানিয়েছে, সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে এই ঘোষণা কার্যকর হবে। তামিলনাড়ুর এলিমেন্টারি এডুকেশনের ডিরেক্টর জানিয়েছেন, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হবে। স্কুল কবে খুলবে, সে বিষয়ে শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে, মহামারীর মধ্যে স্কুল খোলার কোনও সম্ভাবনা নেই।

অবৈধ ভাবে আমদানি হওয়া মোবাইল ফোন বন্ধ করতে চলেছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ জুন (হি. স.) : অবৈধ ভাবে ফোন দেশে এলে করের কোনও লভ্যাংশ সরকার পায় না। তাই অবৈধ ভাবে আমদানি হওয়া মোবাইল ফোন বন্ধ করতে চলেছে বাংলাদেশ সরকার। সে জন্য পয়লা জুলাই থেকে পদক্ষেপ নেবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।
মঙ্গলবার বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার জানিয়েছেন, ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্ট্রার নামে এক ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া আটকাতে ও মোবাইল ব্যবহার করে অপরাধ প্রতিরোধ করতেই এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে বাংলাদেশে। তবে এই ব্যবস্থায় গ্রাহকরা যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেদিকেও নজর রাখবে বিটিআরসি। বিটিআরসি জানিয়েছে এই ব্যবস্থায় বিদেশ থেকে কোনও ফোন কিনে আনলে বা উপহার হিসেবে আনলে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু অধিক সংখ্যক ফোন আনলে সে ক্ষেত্রে কর দিতে হবে সরকারকে। এই ব্যবস্থায় শুধুমাত্র বৈধ ফোনেই মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু হবে। অবৈধ ফোনে চালু হবে না মোবাইল নেটওয়ার্ক। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পরিচালিত হবে ফোনের আইএমইআই নম্বরের মাধ্যমে।

গ্রিন করিডোর করেও ভূবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে এয়ারবাসে তোলা সম্ভব হয়নি শিলচরের রোগীকে

শিলচর (অসম), ১ জুন (হি.স.) : ভূবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে শিলচর শহরে গ্রিন করিডোর করেও রোগীর অক্সিজেন সমস্যার জন্য এয়ারবাসে তোলা সম্ভব হয়নি। প্রমথ কুমার মিশ্র (৬৮) নামের এক রোগীর অক্সিজেন সমস্যার দরুন উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ থেকে তড়িঘড়ি ভূবনেশ্বরে নিয়ে যেতে শিলচর শহরে গ্রিন করিডোরের ব্যবস্থা করেছিল কাছাড় জেলা প্রশাসন। কিন্তু লাভ হয়নি। রোগীর অক্সিজেন লেভেল অত্যন্ত সংকটজনক থাকায় কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে ঝুঁকি নিয়ে এয়ারবাসে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে বিমানবন্দর থেকে পুনরায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে প্রমথ কুমার মিশ্রকে।
উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বারের জন্য গ্রিন করিডোরের ব্যবস্থা করেছিল জেলা প্রশাসন। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স করে কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দর এবং সেখান থেকে এয়ারবাস করে ভূবনেশ্বর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রোগীকে কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অক্সিজেনের মাত্রা দ্রুত কমতে থাকে। ফলে এয়ারবাসে নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় তাঁকে ফের মেডিক্যালে ফিরিয়ে আনা হয়। গ্রিন করিডোর করে শিলচর বিমানবন্দরে রোগীকে দ্রুত পরিবহণের জন্য কাছাড় জেলা সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিল।

করোনাকালে দুল্লভছড়া আদর্শ হাসপাতালের পরিকাঠামোর খোঁজ নিলেন বিধায়ক বিজয়

করিমগঞ্জ (অসম), ১ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাতাবাড়ি থানার অধীন দুল্লভছড়া ও নিভিয়া এলাকায় বর্তমানে করোনার সংক্রমণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সঠিক আছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার দুল্লভছড়া আদর্শ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন বিধায়ক বিজয় মালাকার।
সম্পূর্ণ হাসপাতাল চত্বর স্বচক্ষে ঘুরে দেখেন বিধায়ক। চিকিৎসা ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেন তিনি। জলের ট্যাংকগুলো সঠিকভাবে বানানো হয়েছে কি না, নির্মান কাজের গুণগত মান যাচাই করতে একসময় ছাদের উপরও চড়েন বিধায়ক। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালে কীভাবে আরও সুব্যবস্থা করা যায় এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিধায়ক মালাকার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বিধায়ককে সামনে পেয়ে তাঁদের সকল অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন।
হাসপাতালের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে এর উন্নতিকল্পে অতিসত্বর জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন বিধায়ক। পরিস্থিতি বিবেচনায় করোনার প্রকোপ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন করার আবেদন জানান তিনি। সেই সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পরিচালন কমিটি বানানোর নির্দেশ দেন বিধায়ক বিজয়। বর্তমান সংকটপূর্ণ সময়ে একটি হাসপাতাল পরিচালন কমিটি অত্যন্ত জরুরি বলেও মত প্রকাশ করেন বিধায়ক বিজয় মালাকার। হাসপাতাল পরিদর্শন কালে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন ডা. দেবতোষ পাল, লালছড়া জিপি সভাপতি সঞ্জয় কুমার গোস্বামী, স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবক বিশ্বজিৎ কৈরি সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিন মাস বেতন নেবেন না মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা

কুয়ালালামপুর, ১ জুন (হি. স.) : দেশজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইরত স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে জুন থেকে তিন মাসের বেতন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ত্যান শ্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিন। শুধু মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীই নন, তিন মাস বেতন নেবেন না তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। ওই বেতন জাতীয় ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে বলে জানিয়েছেন মুহিউদ্দিন ইয়াসিন। করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে মঙ্গলবার থেকেই ফের মালয়েশিয়া জুড়ে লকডাউন চালু হচ্ছে। আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে দুই সপ্তাহের জন্য লকডাউন চলবে। তার পরে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত প্রাণঘাতী ভাইরাসে মালয়েশিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৫৭ জন। আর করোনার বলি হয়েছেন ২ হাজার ৭৯৭ জন। তার মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৮২৪ জন, প্রাণ হারিয়েছেন ৬৭ জন।

করোনার লক্ষণ নিয়ে আইসোলেশনে সস্ত্রীক ভুবনেশ্বর কুমার

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): করোনার সমস্ত লক্ষণ নিয়ে আইসোলেশনে ভুবনেশ্বর কুমার। শুধু তিনি একা নন। তাঁর স্ত্রী নুপুর নগরেরও একই পরিস্থিতি। তাই তিনিও ভুবির সঙ্গে আইসোলেশনে রয়েছেন। করোনার পরীক্ষা হলেও, এখনও তাঁরা রিপোর্ট হাতে পাননি।
বিগত কিছু দিন ধরেই ভুবনেশ্বর কুমারের জীবনে যেন ঝড় বয়ে চলেছে। মে মাসেই বাবা কিরন পাল সিংকে হারিয়েছেন তিনি। এর পরে তাঁর মা ইন্দ্রেস সিং ২১ মে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এখন তিনি নিজে এবং তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। করোনা টেস্টের রিপোর্ট না এলেও, বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা শুরু হয়ে গিয়েছে ভুবনেশ্বর এবং স্ত্রীয়ের।
ভুবনেশ্বর কুমার এই মুহূর্তে ভারতের সেরা সুইং বোলার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড সফরের ২০ জনের দলে তাঁর নাম না থাকায় অবাক হয়েছিল ক্রিকেট মহল। ভুবি দল থেকে বাদ পড়ার কারণ হিসেবে অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন, টেস্ট ক্রিকেট নাকি আর খেলতে চান না তিনি। তাই তাঁকে দলে রাখা হয়নি। তবে ভুবনেশ্বর কুমার এই বক্তব্য একেবারেই ভুল বলে দাবি করে টুইটে জানিয়ে দেন, টেস্ট ম্যাচে খেলতেও তিনি সমান ভাবে আগ্রহী। ইংল্যান্ডে ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার পাশাপাশি জো রুটের দলের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজও খেলবে।

ভিনরাজ্যে মৃত কালিয়াচকের ২ শ্রমিক পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস প্রশাসনের

কালিয়াচক, ১ জুন (হি. স.) : কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের কাজ করতে গিয়ে বাড়ি ধসে মৃত্যু হয়েছে মালদার কালিয়াচকের দু'জন শ্রমিকের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ছয়জন। মঙ্গলবার দুপুরে মৃত দুই শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন কালিয়াচক ১-এর বিডিও সেলিম হাবিব সরদার, কালিয়াচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতিউর রহমান। ওই দুই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাহুল বিশ্বাসও।
পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচকের মৃত শ্রমিকের নাম এবাদুল মোমিন (২৭) ও আমিনুল মোমিন (৪০)। তাঁদের দুজনের বাড়ি কালিয়াচকের আলিপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরশাহী মহেশপুর গ্রামে। আহত পাঁচ শ্রমিকের বাড়িও একই গ্রামে। আহত আরও এক শ্রমিকের বাড়ি ইংরেজবাজার এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। তার পাশেই একটি বাড়িতে থাকতেন তাঁরা। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাৎই বাড়িটি ধসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে উদ্ধারকাজে নামে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। গতরাতেই মৃত্যুর খবর পৌঁছে যায় কালিয়াচকে। ঘটনার জেরে শোকের ছায়া এলাকায়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করিমগঞ্জের পুর এলাকার প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করবে প্রশাসন, দিতে হবে মাশুল

করিমগঞ্জ (অসম), ১ জুন মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে জেলা প্রশাসন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এবার পুর এলাকাধীন প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হবে। আর এ সবই হবে স্বচ্ছ ভারত মিশন অভিযানের অধীনে।
এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন সদর সার্কল অফিসার তথা পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ত্রিদীপ রায়। পুর প্রশাসক জানিয়েছেন, জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু এক আদেশ জারি করে বিভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য নির্দিষ্ট করে ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব সামঝে দিয়েছেন। এসএইচজি এবং এনজিওদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য কাজে লাগানো হবে। যার জন্য ন্যূনতম মাশুল দিতে হবে আবাসিকদের। জেলাশাসকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আপও জানান, শহরের জল নিষ্কাশনের মাধ্যম নালাগুলো আবর্জনায় ভরে গেছে। এতে স্বাভাবিক ভাবে জল নিষ্কাশনে ব্যাঘাত ঘটছে। নোংরা আবর্জনায় ভরপুর নালাগুলো জলের বহন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলে এক পশলা বৃষ্টিতেই শহরে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়ে যায়।
প্রেস বার্তায় আরও উল্লেখ করে বলা হয়, প্রাথমিক পর্যায়ে শহরের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হবে। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ওয়ার্ডেও এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিকে জেলাশাসক শহরের জমা জলের সমস্যা নিরসনে নালাগুলো পরিষ্কার ও খননের কাজ দ্রুতগতিতে শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে জানান ত্রিদীপ রায়। এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজ নিজ এলাকায় কাজের তদারকি করবেন বলেও জানানো হয়েছে।

দৈনিক মৃত্যু ৩ হাজারের নীচে, ভারতে কোভিড-সংক্রমণ ১.২৭ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): ভারতে আরও কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৩ হাজারের নীচে নেমে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫১০ জন, বিগত ৫৪ দিনের মধ্যে এই প্রথম এতটা নীচে নামল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ২,৭৯৫ জন রোগীর। একইসঙ্গে সোমবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮৭ জন। কোভিড টিকাকরণ চলছে দ্রুততার সঙ্গে, ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২১,৬০,৪৬, ৬৩৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে কমেই যাচ্ছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,৩০,৫৭২। ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৭২ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫২০-তে (৬.৭৩ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২ হাজার ৭৯৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৩১,৮৯৫ জন (১.১৮ শতাংশ)। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতাই প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮৭ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৫৯,৪৭,৬২৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯২.০৯ শতাংশ। দেশে এই মুহূর্তে দৈনিক পজিটিভিটি রেট ৬.৬২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২১ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৩৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৭, ৮০,০৫৮ জনকে।

দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই পেট্রোল ও ডিজেল আরও মহার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): দাম কমা তো দূরের কথা, মূল্যবৃদ্ধিতে রোজই নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে পেট্রোল ও ডিজেল। সোমবারের পর মঙ্গলবার ফের বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম, দু'মাসেরও কম সময়ে এই নিয়ে ১৭ বার। মঙ্গলবার কলকাতায় ইন্ডিয়ান অয়েলের পাম্পে লিটার প্রতি পেট্রোল ২৫ পয়সা দামি হয়ে বিক্রি হয়েছে ৯৪.৫০ টাকায়। ২৩ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম হয়েছে ৮৮.২৩ টাকা। রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৪.৪৯ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৫.৩৮ টাকা। মুম্বইয়ে এবার ১০১ টাকা ছুঁতে চলেছে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম। মুম্বইয়ে মঙ্গলবার পেট্রোলের দাম পৌঁছেছে ১০০.৭২ টাকায় এবং ডিজেলের দাম ৯২.৬৯ টাকা। চেন্নাইয়ের পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৫.৯৯ টাকা প্রতি লিটার এবং ৯০.১২ টাকা প্রতি লিটার। সমগ্র দেশের মধ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম সর্বাধিক রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে। শ্রীগঙ্গানগরে ইতিমধ্যেই ১০৫ টাকা ছাড়িয়েছে পেট্রোলের দাম, এবার ডিজেলের দামও ১০০-র পথে।

সুস্থতা বেড়ে ৯২.০৯ শতাংশ, ভারতে ৩৪.৬৭-কোটির উর্ধে কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): ভারতে ৩৪.৬৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ মে সারা দিনে ভারতে ১৯, ২৫,৩৭৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৪,৬৭, ৯২,২৫৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,২৫,৩৭৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫১০ জন।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১ লক্ষের বেশি কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,৩০,৫৭২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৫৫, ২৮৭ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৩১,৮৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২,৭৯৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২, ৫৯,৪৭,৬২৯ জন (৯২.০৯ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১৮,৯৫,৫২০ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৬.৭৩ শতাংশ)।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লিতে মদের হোম ডেলিভারিতে সরকারের সম্মতি

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): লকডাউনের জন্য রাজধানী দিল্লিতে দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে মদের দোকান। সোমবার থেকে আনলক প্রক্রিয়া শুরু হলেও, এখনও খোলেনি মদের দোকান। ফলে গলা ভেজাতে পারছেন না সুরাপ্রেমীরা, মদের দোকান ফের কবে খুলবে শুধু অপেক্ষাতেই দিন কাটছে সুরাপ্রেমীদের। এমতাবস্থায় সুরাপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত সুখবর! দিল্লিতে মদের হোম ডেলিভারিতে সম্মতি দিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। মোবাইল অ্যাপ অথবা অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অর্ডার করলেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে ভারতীয় ও বিদেশী মদ।মনে করা হচ্ছে, মদের কালোবাজারি রুখতেই এই সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইল অ্যাপ অথবা অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অর্ডার করলেই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে ভারতীয় ও বিদেশী মদ। তবে, এল-১৩ লাইসেন্স থাকা বিক্রেতারাই শুধুমাত্র মদের হোম ডেলিভারি করতে পারবেন।

দূর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ জুন।। পুলিশ গাড়ির ধাক্কায় আহত দুজন। আজ সকাল আনুমানিক পৌন ৯টা নাগাদ পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনা ঘটেছে উদয়পুর ধজনগর বাজারে।পুলিশ সূত্রে খবর, উদয়পুর পুলিশ লাইন রিজার্ভ থেকে টি আর -০৩ -১১১৫ নম্বরের পুলিশের কমান্ডার গাড়িটি ধজনগর বাজারে একটি যাত্রীবাহী অটো গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়।ফলস্বরূপ আহত হন অটোচালক দিলীপ দেবনাথ ও আরোহী বাপন দেবনাথ। অটো গাড়িতে ধাক্কা দেওয়ার পর পুলিশের গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মুদি মাল বোঝাই রিক্সাকেও ধাক্কা দেয়। ক্ষতি হয় অটো গাড়ি এবং রিক্সার। আহত অটোচালক দিলীপ দেবনাথ ও আরোহী বাপন দেবনাথ দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে।

তেলিয়ামুড়ায় রেশন দোকানে চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জুন।। করুণা কারফিউ রাতে ন্যায্য মূল্য দোকানে চুরি কান্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন সাউথ পুলিনপুর এলাকায়। প্রতিদিনের মত তেলিয়ামুড়া-এক নম্বর রেশন শপের ডিলার চন্দন দাস রেশন শপ লাগিয়ে বাড়িতে চলে আসে আসে। যদিও ডিলার চন্দন দাস অন্য এক বাড়িতে ঘর ভাড়া করে রেশন শপের পরিষেবা দিয়ে থাকতেন। এক মহিলা ছাড়া অন্য কেউ এই বাড়িতে থাকেন না। সোমবার বাড়ির মালিক টিভিতে টিভি শো দেখছিলেন। সেই সময় সেই মহিলা আওয়াজ শুনতে পায় টিন ভাঙ্গা শব্দ। রাত প্রায় দশটা নাগাদ সেই ভদ্রমহিলা লাইট জ্বালিয়ে ঘর থেকে বের হতে দেখতে পাই রেশনের আটার বস্তা ঘরে বাইরে পড়ে রয়েছে। সেই সময় চোরের দল পালিয়ে যায় বলে ভদ্রমহিলা জানান। রেশন শপের সামনে গিয়ে দেখতে পাই ঘরের টিন ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে এবং আটার বস্তা বলে ঘরে বাইরে পড়া অবস্থায় রয়েছে। ভদ্রমহিলা খবর দেই রেশন ডিলার চন্দন দাস কে। এদিকে বিগত কয়েকমাস পূর্বে ও এই বাড়িতে বড় ধরনের চুরি কান্ডের ঘটনা ঘটেছিল।

বিধায়ক ভানুলাল সাহা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ জুন।। গতকাল সামাজিক মাধ্যম ফেস বুকে অশালীন ও উস্কানিমূলক মন্তব্য তোলে ধরার জন্য এবং এই উস্কানিমূলক বক্তব্য সমর্থন করে রে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সন্ধ্যায় উদয়পুর আর কে পুর থানায় সি পি এম নেতৃত্ব তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান বিশালগড়ের বিধায়ক ভানুলাল সাহা, সি পি এম নেতা বিজন ধর, প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধূরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন বি জে পি গোমতি জেলা নেতৃত্ব। মামলা দায়ের করেন বি জে পি গোমতি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম দে। সঙ্গে ছিলেন গোমতি জেলা বিজেপি সহ-সভাপতি দেবাশীষ বর্মন, যুব মোর্চার
সহ- সভাপতি সুকান্ত সাহা ও যুব নেতৃত্ব সানি সাহা। মামলায় উল্লিখিত তিন জনের বিরুদ্ধে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করারূপ প্ররোচনা ও উস্কানিমূলক মন্তব্য তোলে ধরার চেষ্টা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবিলম্বে এই তিন নেতাকে উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা মামলায় উল্লেখ করা হয়।

স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা ও বিবাদ, ধৃত ছোট পর্দার অভিনেতা করণ মেহরা

মুম্বই, ১ জুন (হি.স.): স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে গ্রেফতার হলেন ছোট পর্দার অভিনেতা করণ মেহরা। সোমবার রাতে গোরেগাঁও এলাকার পুলিশ স্টেশনে স্বামী করণ মেহরার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী এবং অভিনেত্রী নিশা রাওয়াল। ঝামেলার পরই করণের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী নিশা। অভিযোগের ভিত্তিতে করণকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল, স্ত্রী নিশার সঙ্গে বৈবাহিক জীবন নিয়ে মোটেও খুশি নন "ইয়ে রিশতা কেয়া কেহলতা হ্যায়" ধারাবাহিকের অভিনেতা করণ মেহরা। সোমবার রাতের ঝামেলা সেই গুঞ্জনকেই সত্যি প্রমাণিত করল। মঙ্গলবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে নিশা রাওয়ালের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিনেতা করণ মেহরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঝামেলার পরই করণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী। অভিনেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ২০,৮৫০, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,৭৭১ জন

ইসলামাবাদ, ১ জুন (হি.স.): পাকিস্তানে কমেই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৭১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭১ জনের। নতুন করে ১ হাজার ৭৭১ জন আক্রান্ত হওয়ার পর, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৮২৪ জন। পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭১ জন করোনা রোগীর।

গরীব জনগণের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ালেন। তিনি বেশ কয়েকটি এলাকা সফর করে দুস্থ মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন।ঘোর দুর্যোগপূর্ন আবহাওয়ার মধ্যেও বিলোনীয়ার বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক ত্রাতার ভূমিকায়।একের পর এক পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে দুস্থ
পরিবারের হাতে খাদ্যশস্য তুলে দিচ্ছেন নিজ উদ্যোগে মঙ্গলবার সকাল থেকে ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের উত্তর ভারত চন্দ্র নগর ; ইশান চন্দ্র নগর ; নেতাজী সুভাষ নগর ; সুকান্ত নগর পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে দুস্দের মধ্যে খাদ্য শস্য বিলি করেন। বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক জানান এটি তার নৈতিক দায়িত্ব। আগামী দিনেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।
ত্রান পেয়ে গ্রামবাসীও বিধায়কের ভূমিকায় খুব খুশি। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিধয়ককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

কল্যাণপুরে ব্রাইট হাউজ সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। কল্যাণপুর ব্রাইট হাউজ সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করতে মঙ্গলবার মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়।

কল্যাণপুরের ব্রাইট হাউস সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বেলা ১১ টা নাগাদ কল্যাণপুর ব্লকের এবং পথচলতি মানুষদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার সহ বিভিন্ন সামগ্রী হাতে তুলে দেওয়া হয়। ব্রাইট হাউজ সামাজিক সংস্থা থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রাজ শংকর পাল, চেয়ারম্যান ধীরাজ দেবনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দাস, দেবাশীষ কর সহ অন্যান্যরা। প্রথমেই কল্যাণপুর ব্লক আধিকারিকের হাতে সেনিটাইজার মাক্স সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। তারপর ব্লকের চেয়ারম্যান সৌমেন গোপকে দেওয়া হয়। ব্লকের সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে মাস্ক বিলি করা হয়। বাদ নেই পথচলতি মানুষসহ রিক্সা শ্রমিক।তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মাস্ক। সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে বিধায়কের হাতেও মাস্ক স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয় ব্রাইট হাউজের পক্ষ থেকে।. রাজ শংকর পাল।সংস্থার কর্মকর্তারা জানান আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যেই তারা এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

ডাক্তার, নার্স এবং অন্য চিকিৎসাকর্মীরা। কিন্তু দুপুরের দিকে রোগীর মৃত্যু ঘটলে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং তাঁদের সঙ্গে আগত ব্যক্তিরা।

কিল-ঘুঁষি, লাথি, স্টিলের থালা, বাঁশ দিয়ে মারতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন উত্তেজিতরা। মারের চোটে গুরুতর আহত হয়েছেন ডা. সেউজ কুমার সেনাপতি, নার্স এবং কয়েকজন চিকিৎসাকর্মী। উত্তেজিত জনতা হাসপাতালের আসবাবপত্রও ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশের দল। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতিমধ্যে গুরুতর আহত ডা. সেউজ কুমার সেনাপতিকে নগাঁওয়ে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে একজনকে গ্রেফতার হোজাই জেলা পুলিশ।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর

যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেছেন। ভারতের সব অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলাপ — আলোচনার পর এধরণের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত বছরের মতো এবছরও যদি কোনো কোনো ছাত্র — ছাত্রী পরীক্ষায় বসতে চান, তাহলে সিবিএসই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে।

প্রধানমন্ত্রী এর আগে ২১শে মে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। ঐ বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এর পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পৌরহিত্যে ২৩শে মে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সিবিএসই-র পরীক্ষা আয়োজন করার বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মতামত শোনা হয় এবং তা নিয়ে আলোচনা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, অর্থ, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, তথ্য ও সম্প্রচার, পেট্রোলিয়াম, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব, ক্যাবিনেট সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আজকের বৈঠকে যোগ দেন।

কোভিশিল্ড

● প্রথম পাতার পর

পিআইবি-র জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে আজ কোভিড-১৯ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সদস্য ডঃ ভি কে পল। তিনি বলেন, সরকার এই ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে বিজ্ঞান সম্মত উন্নতিসাধনে পর্যালোচনা চালাচ্ছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নজরদারি চালাতে এই গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

কোভিড-১৯ সংক্রমণে শিশুরা আক্রান্ত হলে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর কোনো ঘাটতি থাকবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ডঃ ভি কে পল বলেন, শিশুদের মধ্যে প্রায়সই কোভিড-১৯ —এর অ্যাসিম্পটোমেটিক লক্ষণ দেখা গেলেও খুব কমই হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। তবে, অতিমারি ক্রমশই রূপ বদলাচ্ছে এবং ভাইরাসের ধরণ পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। যে কারণে সংক্রমণের প্রবণতা বাড়তে পারে। এখনও পর্যন্ত পেডিয়াট্রিক কেয়ার বা শিশুদের চিকিৎসার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। তবে, এই সংক্রমণে দুই থেকে তিন শতাংশ শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পেডিয়াট্রিক কোভিড-১৯ -এর দুটি ধরণ -ডঃ পল জানিয়েছেন যে শিশুদের মধ্যে কোভিড-১৯ দুটি রূপ নিতে পারে : সংক্রমণ, কাশি, জ্বর এবং নিউমোনিয়ার মতো এক ধরণের লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তিরও প্রয়োজন হতে পারে।দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোভিড হওয়ার ২ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকবে, সেই সামান্য অংশের শিশুদের জ্বর, গায়ে ব্যাশ বেরোনো, চোখ জ্বালা, কনজাংটিভিটিস, শ্বাস কষ্ট, ডায়রিয়া, বোমি বোমি ভাব ইত্যাদি লক্ষ্যণ দেখা দিতে পারে। তবে, এটি শুধুমাত্র ফুসফুসে আক্রান্ত নিউমোনিয়ার মতো রোগেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। একে মাল্টি-সিস্টেম ইনফ্ল্যামেটরি সিনড্রোম বলে। এটি একটি কোভিড পরবর্তী লক্ষণ। এই সময়ে শরীরে কোনো সংক্রমণ পাওয়া যাবে না এবং আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ফলাফলও নেতিবাচক আসবে। তবে, অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে শিশুটি কোভিড আক্রান্ত হয়েছিল। কিছু শিশুদের মধ্যে পাওয়া এই অনন্য রোগের চিকিৎসার জন্য নির্দেশিকা তৈরি করা হচ্ছে, যা জরুরি পরিস্থিতিতে প্রকাশ করা হবে। ডঃ পল জানান, যদিও এই রোগের চিকিৎসা কঠিন নয়, তবে সময় মতো করাতে হবে।

মিছিলও

● প্রথম পাতার পর

৭৬০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। কারণ দৈনিক সুস্থতার সংখ্যা আক্রান্তের তুলনায় বেশি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৬৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫, ৬৭৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫১,৯৭৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৫,৭১২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.৩৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৮৮.০৫ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০১ শতাংশ। নতুন করে ছয়জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫২২ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪১৯ জন, দক্ষিণ জেলায় ১০০ জন, গোমতি জেলায় ৫৮ জন, ধলাই জেলায় ৬২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৪২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬৪ জন, উনকোটি জেলায় ৭১ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

তাঁরা সেই পুরনো পদ্ধতি প্রয়োগ করে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরতে চাইছেন। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, তাঁরা ক্ষমতায় থাকতে এতটাই ক্ষুধার্ত যে কাউকেই বরদাস্ত করেন না।

পাপিয়ার কথায়, অতীতেও সিপিএম-এর নেতারা সন্ত্রাসে উস্কানি দিয়েছেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন শুধু নয়, ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত জোট আমলে তাঁরা ত্রিপুরায় সীমাহীন সন্ত্রাস করেছেন। তাঁর দাবি, ওই সময় মানুষ সন্ধ্যা ছয়টার পর উদয়পুর, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া যেতে পারতেন না। এখনও সিপিএম সমর্থকরা তিপ্রা মথা-র মুখোশ পরে সমগ্র এডিসি এলাকায় অস্থিরতা কায়েম করে রেখেছেন।

তিনি বলেন, করোনা-র প্রকোপে ত্রিপুরায় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সমস্ত রকম সহায়তার চেষ্টা করছে। ৭ লক্ষ গরিব পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিয়েছে। সাথে ১০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনায় পিতামাতার মৃত্যুতে অনাথ শিশুদের সমস্ত দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকার নিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের এই উদার মানসিকতা সিপিএম নেতাদের হজম হচ্ছে না। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, মেলারমাঠের নেতারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় রয়েছেন। ত্রিপুরায় বিজেপি জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে একটিও রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেনি। তাই, বিধায়ক ভানুলাল সাহার ওই মন্তব্যের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি।

প্রদেশ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যে অস্থিরতা কায়েম করা সিপিএম নেতাদের স্বভাব। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিজন ধর লাগাতার উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ নিশ্চয়ই তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

বিক্রমজিতের

● প্রথম পাতার পর

দেখেননি। তাই প্রথমে প্রায় ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে পাইকারি ব্যবসায়ীর কাছে একদিনে ১২ কুইন্টাল ফল ৫৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়েছে। বাকি ফল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেছি। তাঁর দাবি, গড়ে ১১৫ থেকে ১২০ টাকা দরে এই ফল বিক্রি হয়েছে। তাতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আমাদের আয় হয়েছে। যা আগামী বছর দ্বিগুণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

আয় দ্বিগুণ হওয়া সম্পর্কে তাঁর যুক্তি, এ-বছর একটি ব্রাঞ্চ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ কেজি এবং সর্বনিম্ন ৮ কেজি ফল পাওয়া গেছে। আগামী বছর সেই ফলন অনেক বাড়বে। তাতে অনায়াসে ৭০ থেকে ৮০ কুইন্টাল ফল পাওয়া যাবে। তিনি জানান, আগামী জানুয়ারিতে ফসল কাটার কাজ শুরু হবে।

এই অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, পেঁচারথলের বাসিন্দা বিক্রমজিৎ চাকমা আত্মনির্ভরতার এক নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাকাদের সঙ্গে চাষের কাজে এক অভিনব ভাবনা প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেছেন এই তরুণ। ৬ কানি জায়গায় কাশ্মীরি আপেল কুল গাছের চাষ করেন তিনি। তাতে প্রথম বার ফলন হয়েছে প্রায় ৪০ কুইন্টাল ফল। আড়াই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা লাভ করেছেন এই তরুণ। বিক্রমজিৎ আশাবাদী, আগামী বছর এর দ্বিগুণ ফল ফলবে গাছগুলিতে। তাঁর এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা এবং সাফল্য অর্জন রাজ্যের অন্যান্যদেরও উৎসাহ প্রদান করবে।

বদলি

● প্রথম পাতার পর

নতুন মুখ্য সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি সাধারণ প্রশাসন এবং কারা ও দমকল ব্যতীত স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার তিনি মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে বক্তব্য পেশ করবেন। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা ওই রেলিতে অংশ নিয়ে সমস্ত বক্তব্য শুনবেন। ত্রিপুরাও ওই বক্তব্য শুনতে রেলিতে যোগ দেবে, বলেন তিনি।

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে থেকে সরে দাঁড়ালেন সোনাজয়ী শাটলার ক্যারেলিনা মারিন

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): টোকিয়ো অলিম্পিক্স থেকে নাম তুলে নিলেন গত বারের অলিম্পিক্সে সোনার পদকজয়ী শাটলার ক্যারোলিনা মারিন। বলা ভালো নাম তুলে নিতে বাধ্য হলেন চোট সমস্যায় জেরবার ক্যারোলিনা। ক্যারোলিনা নিজেই জানিয়েছেন, এই সপ্তাহে তাঁর হাঁটুর চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচার হবে। তাই তিনি আর টোকিয়োতে নামতে পারবেন না।

জানা গিয়েছে, ক্যারেলিনার হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছে। আর তার জন্য এই সপ্তাহে তাঁর অস্ত্রোপচার করতে হবে। তাঁর পর তিনি সুস্থ হয়ে রিহ্যাব শুরু করবেন। কিন্তু এত দ্রুত পুরো সুস্থ হয়ে ওঠা কার্যত অসম্ভব। যে কারণে তাঁর আর টোকিয়ো অলিম্পিক্সে নামা হবে না। স্বভাবতই হতাশ স্পেনের তারকা শাটলার। মঙ্গলবার টুইটারে একটি বিবৃতি পোস্ট করেছেন ক্যারোলিনা মারিন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে, আমার বাঁ হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়েছে। এই সপ্তাহে অস্ত্রোপচার করতেই হবে। তার পরেই আমি সুস্থ হতে পারব।.. তবে টোকিয়ো অলিম্পিক্সে আর অংশ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

গত বার রিও অলিম্পিক্সে ক্যারোলিনের কাছে হেরেই রুপো পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধুকে। এ বার অলিম্পিক্সে ক্যারোলিনা নেই। স্বভাবতই সিন্ধুর জন্য বড় সুযোগ থাকছে। ভারতের তারকা শাটলার এ বার কি পারবেন অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে? সময়ই এর উত্তর দেবে।

ইংল্যান্ড সফরে পরিবার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): অবশেষে পরিবার নিয়ে ইংল্যান্ড যাওয়ার অনুমতি পেলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। তবে, ক্রিকেটারদের পরিবারের যে সব সদস্যরা ইংল্যান্ডে দলের সঙ্গে যাবেন, তাঁদেরও মানতে হবে বায়ো-বাবলের নিয়ম। ক্রিকেটারদের মতই থাকতে হবে কঠোর কোয়ারেন্টাইনে।

ইংল্যান্ডে প্রায় মাস চারেক থাকবেন বিরাট কোহলিরা। ১৮ জুন সাউদাম্পটনে প্রথমে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলবে দল। তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। এ যাত্রায় যাতে সমস্ত ক্রিকেটার সুস্থ থাকেন, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা করছে বিসিসিআই। শুধু ক্রিকেটাররাই নন, তাঁদের স্ত্রী কিংবা পরিবারের সদস্য, যাঁরা ক্রিকেটারের সফরসঙ্গী হবেন, তাঁদেরও একাধিকবার করোনা টেস্ট করা হবে। আগামী বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখবেন বিরাটরা। সেখান থেকে সোজা সাউদাম্পটনে যাবে ভারতীয় পুরুষ দল। সেখানে টানা দশদিনের কঠোর কোয়ারেন্টাইন পালন করতে হবে ভারতীয় দলকে। সঙ্গে থাকবেন ক্রিকেটারদের স্ত্রী-সন্তানরাও।

ইংল্যান্ডের নিয়ম অনুযায়ী এই মুহূর্তে শুধুমাত্র প্রথম সারির বিদেশি ক্রীড়াবিদরাই অনুমতি সাপেক্ষ সেদেশে প্রবেশ করতে পারে। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রবেশের অনুমতি নেই। কিন্তু বিরাটরা যেহেতু দীর্ঘ চারমাসের জন্য ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন, তাই তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও সঙ্গে পাঠানোর কথা ভাবছিল বোর্ড। সেইমতো বিসিসিআই এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ব্রিটেন সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছিল। কয়েক সপ্তাহের টানাপোড়েনের পর ছাড়পত্র মিলেছে।

এদিকে, পুরুষ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেটাররাও নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রাখতে পারবেন। মহিলা দলও পুরুষ দলের সঙ্গেই ৩ জুন লন্ডনে পৌঁছাবেন। আগামী ১৬ জুন থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবেন হরমনপ্রীতরা। লন্ডন থেকে ব্রিস্টলে গিয়ে মহিলা দল এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

মুম্বই সিটি এফসি-কে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়ক এবার এটিকে মোহনবাগানে

পাঁচ মরসুম পর মুম্বই সিটি এফসি ছাড়লেন ২০২০-২০২১ মরসুমে ক্লাবকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়ক অমরিন্দর সিং। সই করলেন গতবারের আইএসএল রার্নাস এটিকে মোহনবাগানে। সোমবার একদিকে যখন মুম্বই সিটি এফসি-র তরফে অমরিন্দরের বিদায়ের বার্তা দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে পাঞ্জাবের গোলরক্ষককে শিবিরে অন্তর্ভূক্ত করার খবর জানিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। এই খবরে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এটিকে মোহনবাগানের সমর্থকরা।পাঁচ বছর ধরে মুম্বই সিটি এফসি-র জার্সিতে চুটিয়ে ফুটবল খেলার পর ওই ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে অমরিন্দর সিংয়ের। সোমবার অভিনেতা রনবীর কাপুরের দলের তরফে এক বিবৃতি জারি করে গত মরসুমের অধিনায়কের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদের কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, পাঞ্জাবের গোলরক্ষকের সঙ্গে সোমবারই আইএসএল জয়ী ক্লাবের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে।কথা চলছিল বেশকিছু দিন ধরেই। অবশেষে গোলরক্ষক অমরিন্দর সিং-কে দলে অন্তর্ভূক্ত করে যোলোকলা পূর্ণ করল এটিকে মোহনবাগান। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্লাবের তরফে এ খবর জানানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে অমরিন্দরের পাঁচ বছরের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে গতবারের আইএসএল রানার্সরা। ২৭ বছরের গোলরক্ষককে শট-স্টপার বলে আখ্যা দিয়েছে সবুজ-মেরুন। কলকাতার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি আনন্দিত বলে জানিয়েছেন গত মরসুমের চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক।২০১৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মুম্বই সিটি এফসি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অমরিন্দর সিং। প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে দলকে লড়াকু ড্র হাসিল করতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন ২৭ বছরের গোলরক্ষক। এরপর মুম্বই সিটি এফসি-র প্রথম একাদশে নিয়মিত সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবের গোলরক্ষক। টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম মরসুমেই সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছিলেন অমরিন্দর। দলের হয়ে আইএসএলে ৮৪টি ম্যাচ খেলেছেন ২৭ বছরের ফুটবলার। যা মুম্বই সিটি এফসি শিবিরে রেকর্ড। মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে আইএসএল খেতাব জয় লক্ষ্য ছিল অমরিন্দর সিংয়ের। চার মরসুম অপেক্ষা করার পর গতবারই এটিকে মোহনবাগানকে হারিয়েই প্রথমবারের মতো আইএসএল জেতে মুম্বই। ক্লিনশিটের নিরিখে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেরা গোলরক্ষক হয়েছিলেন অমরিন্দর।

আইসিসি টি-২০ ব্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন শেফালি বর্মা

দুবাই, ১ জুন (হি.স.): আইসিসি ব্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন ভারতীয় ওপেনার শেফালি বর্মা। মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে আইসিসির সদ্য প্রকাশিত ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কিং তালিকা অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার হলেন শেফালি। তাঁর সংগৃহীত রেটিং পয়েন্ট ৭৭৬। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেথ মুনির রেটিং পয়েন্ট ৭৪৪।

ব্যাটারদের প্রথম দশে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছেন স্মৃতি মন্ধনা ও জেমিমা রডরিগেজ। ৬৯৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে মন্ধনা রয়েছেন তালিকার চতুর্থ স্থানে। ৯ নম্বরে থাকা জেমিমা রডরিগেজের সংগ্রহে রয়েছে ৬৪০ রেটিং পয়েন্ট। প্রথম দশে বদল বলতে একটাই। স্কটল্যান্ডের ক্যাথরিন ৯ ধাপ উঠে এসে অবস্থান করছেন ১০ নম্বরে।

বোলারদের প্রথম দশে কোনও পরিবর্তন নেই। ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টোন রয়েছেন এক নম্বরে। দুই ভারতীয় তারকা দীপ্তি শর্মা ও রাধা যাদব রয়েছেন যথাক্রমে ৬ ও ৭ নম্বরে। যদিও অল-রাউন্ডারদের তালিকায় এক ধাপ পিছিয়ে গিয়েছেন দীপ্তি। ৩০৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনি পিছলে গিয়েছেন ৪ নম্বরে। অল-রাউন্ডারদের প্রথম দশে ভারতের আর কোনও মহিলা ক্রিকেটার নেই।

ব্যাটারদের মত অল-রাউন্ডারদের তালিকাতেও বড়সড় লাফ দিয়েছেন ক্যাথরিন। তিনি ১০ ধাপ উঠে এসে পৌঁছে গিয়েছেন ৩ নম্বরে। —হিন্দুস্থান সমাচার /

আমার উপর ক্লাবের বিশ্বাসটাই উঠে গিয়েছিল, রিয়াল ছাড়ার পরেই খোলা চিঠিতে বিস্ফোরক জিদান

চোট-আঘাত নিয়ে মরসুম মোটামুটি ভাল ভাবে শেষ করার পর আচমকাই ক্লাবের কোচিংয়ের দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন তিনি। অনেকেই ভেবেছিলেন, ক্লান্তি বা একঘেয়েমিই হয়তো কারণ। আসল কারণ ছিল অবশ্য অন্য। রিয়াল মাদ্রিদের কোচের পদ ছাড়ার পর জিনেদিন জিদান জানালেন, তাঁর উপর ক্লাবের বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল বলেই পদত্যাগ করেছেন।স্পেনের এক সংবাদপত্রে সমর্থকদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখেছেন ফরাসি কোচ। জিদান লিখেছেন, ”২০ বছর ধরে এই ক্লাবটার সঙ্গে জড়িয়ে। বরাবর বিশ্বাস করেছি, একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে এখানে। কিন্তু কিছু কারণে এই খোলা চিঠি লিখতেই হল।’’জিদানের সংযোজন, ”২০১৮-এ প্রথমবার রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়েছিলাম ক্লাবকে প্রচুর জয় এবং ট্রফি দেওয়ার পরে। এখন ব্যাপারটা আলাদা। আমি চলে যাচ্ছি, কারণ যতটা দরকার, আমার উপর ততটা বিশ্বাস ক্লাবের নেই। মাঝারি বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করার জন্য সেই সমর্থনও নেই। না জিততে পারলে রিয়ালের যে কোনও কোচকেই পদ ছাড়তে হয়। কিন্তু রোজ আস্তে আস্তে আমি যা গড়ে তুলেছি, যে ভাবে ক্লাবের ১৫০ জনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছি তা ভুলে যাওয়া হল। জেতার জন্যেই আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু এই মানুষগুলোর অনুভূতি, বিশ্বাসটাও খেয়াল রাখতে হবে। এ ভাবেই যে কোনও বড় ক্লাবকে এগিয়ে দিতে চাই। আমি সেটা করতে গেলে বকুনি খেতে হয়েছে।”জিদানের এই চিঠি প্রকাশ পাওয়ার পর তোলপাড় পড়েছে গোটা ফুটবলবিশ্বে। অনেকেই মনে করছেন, নতুন কোচ যিনি হবেন, তাঁর কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমের গোপন কথা ফাঁস করলেন কোহলি

সামনেই ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ১৮ জুন ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটনে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবেন বিরাটরা। ইতিমধ্যে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। তবে এসবের মধ্যেও সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু বেশ সক্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ভারত অধিনায়ক বিরাটও অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে বিভিন্ন কথা শেয়ার করেন। আর এবার দলের অন্দরের গোপন একটি তথ্যই ফাঁস করে দিলেন কোহলি।বর্তমানে মুম্বইয়ে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোং। সঙ্গে রয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলও। আগামী ৩ জুন সেখান থেকেই ইংল্যান্ডে উড়ে যাবেন প্রত্যেকে। তবে এই সময় ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলছেন কোহলি। সেখানেই তাঁকে এক ভক্ত বলেন, ”আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন, টিম ইন্ডিয়ার এমন কোনও গোপন কথা জানান।” তার জবাবে দলের ওই গোপন কথাটি লেখেন ভারত অধিনায়ক।কিন্তু কী লিখেছেন তিনি? আসলে বর্তমানে তরুণ ভারতীয় দলে অনেকেই মজার মজার নানান কাণ্ডকারখানা ঘটান। আবার একে-অপরের সঙ্গে ইয়ার্কিও মারেন তাঁরা। আর বিষয়টিই এবার ভক্তদের জানালেন বিরাট। লেখেন, ”আসলে আমরা হলাম একগুচ্ছ প্র্যাংকস্টার।” অর্থাতএই কথাতেই পরিষ্কার দলের অন্দরে বিরাটরা প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে রসিকতা-মশকরা করতে ভালবাসেন। যদিও অনেক সময় যুজবেন্দ্র চাহাল, ঋষভ পন্থ, শিখর ধাওয়ান, হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজারা মজার ঘটনার সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ারও করেন।এক ক্রিকেটভক্তকে দেওয়া বিরাটের সেই জবাব।এদিকে, এই মজা করলেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যাপারে কিন্তু অনেকটাই সিরিয়াস বিরাট কোহলিরা। প্রসঙ্গত, ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশকে হারানোর পর বিদেশের মাটিতে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। তবে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। এবার তাঁদের বিরুদ্ধেই ফাইনালে নামবেন বিরাটরা।

মুম্বই সিটি এফসি অতীত, এটিকে মোহনবাগানের পথে অমরেন্দ্র সিংহ

মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন অমরেন্দ্র সিংহ। সোমবার ইনস্টাগ্রামসেটা জানিয়ে দিলেন এই গোলরক্ষক। এ দিকে অমরেন্দ্র সিংহকে টুইটারে শুভেচ্ছা জানিয়েছে তাঁর সদ্য পুরনো দল। মুম্বইয়ের তরফ থেকে টুইট করে এই গোলরক্ষক তাঁর ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। গত মরসুমে এটিকে মোহনবাগানকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে আইএসএল জিতেছিল মুম্বই। সূত্রের খবর সেই মুম্বইকে বিদায় জানিয়ে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন।মুম্বইকে বিদায় জানানোর পর আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের দলে অমরেন্দ্র যে আসছেন, সেটা প্রায় নিশ্চিত। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সোমবার এটিকে মোহনবাগানে অমরেন্দ্রর যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি ঘোষণা করে দেওয়া হবে। সবুজ-মেরুন কর্তারা এখন মুম্বইয়ের ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন।এ দিন ২৮ বছরের এই পঞ্জাব-তনয় ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ”পাঁচ বছর আগে আমি মুম্বইয়ে যোগ দেওয়ার সময় তরুণ ছিলাম। তবে সফল যুবক হয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।

রোহিতকে নিলামে দলে নিতে অস্বীকার করেছিল ধোনির চেন্নাই !

মুম্বই: চিরদিন সবার সমান যায় না। আজ যে রাজা, কাল সে ফকির! বহুল প্রচলিত এই আপ্তবাক্যটি ক্রিকেটের সঙ্গে খেটে যায়। সেই ২০০৮ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্ব ক্রিকেটে ঝড় তুলে দিয়েছে আইপিএল। সকলেই জানেন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। তারপরেই চেন্নাই সুপার কিংস। তিনবারের চ্যাম্পিয়ন। আইপিএল-এর সব থেকে সফল অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আটবার নেতৃত্ব দিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। এর মধ্যে পাঁচবারই দলকে খেতাব জিতিয়েছেন।জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও ২০১৩ সালে তাঁকে অধিনায়ক বেছে নিয়েছিল মুম্বই। তবে তারও আগে তাঁকে কেনার সুযোগ হেলায় হারিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। ২০১১ সালে মুম্বইয়ে যোগ দিয়েছিলেন রোহিত। তখনকার সময়ে ৯.২ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে কেনা হয়েছিল। আইপিএল-এ তখনও ছাপ ফেলতে না পারলেও রোহিতের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিল মুম্বই।সেই নিলামের আগে এক ভক্ত চেন্নাইকে অনুরোধ করেছিলেন রোহিতকে নেওয়ার জন্য। চেন্নাইয়ের টুইটার অ্যাকাউন্টে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, নিলামে রোহিতের জন্য ঝাঁপাবে না তারা। সেই সিদ্ধান্ত যে মারাত্মক ভুল ছিল, সেটা এতদিন পরে টের পাওয়া গিয়েছে। হঠাতকরেই নেটমাধ্যমে চেন্নাইয়ের ওই পুরনো টুইট ভেসে উঠেছে। তারপরেই সেই টুইট নিয়ে চেন্নাইকে ট্রোল করতে শুরু করেছেন নেটাগরিকরা।কারণ, রোহিত এখন শুধু সফলতম অধিনায়কই নন, ব্যাটসম্যান হিসেবেও বাকিদের থেকে অনেক এগিয়ে। চেন্নাই ম্যানেজমেন্ট হয়তো তখন ভেবেছিল উঠতি রোহিত শর্মার ওপর ভরসা করার মানে হয় না। ধোনির পাশাপাশি তখন বদ্রিনাথ, মুরলি বিজয়, রায়না, অনিরুদ্ধ শ্রীকান্তদের মত ভারতীয় তারকার ছড়াছড়ি ছিল চেন্নাই দলে। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয় হলুদ জার্সিধারীরা। তাই হয়তো রোহিতের গুরুত্ব তখন বোঝা হয়নি। কিন্তু এখন হয়তো হাত কামড়াচ্ছেন চেন্নাইয়ের কর্মকর্তারা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১ জুলাই

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে জল্পনা যেন বেড়েই চলেছে। গত ২৯ মে বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় আইপিএল নিয়ে সিদ্ধান্ত হলেও, সিদ্ধান্ত হয়নি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে। জানা যাচ্ছে, আগামীকাল আইসিসি-র বৈঠকেও নাকি সিদ্ধান্ত হবে না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে। কারণ ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্তের জন্য আইসিসির কাছে এক মাস সময় চেয়ে নিয়েছে বিসিসিআই। একমাস সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার পরই ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে সেই বিষয়ে আইসিসিকে জানাবে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।কোভিড পরিস্থিতির কারণে মাঝপথেই স্থগিত হয়েছে ভারতের জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগের আসর। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত দিক বিচার করে আইপিএলের বাকি ম্যাচ আরব অমিরশাহীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আরবে আয়োজিত হবে আইপিএল। আগামীকাল আইসিসির ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর তারপর বুধবার আরবে উড়ে যাবেন তিনি। সেখানে আইপিএল নিয়ে আরব ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করবেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট।বিসিসিআই-র পরবর্তী এসজিএম আগামী ১ জুলাই। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে। জানা যাচ্ছে, দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন সম্ভব না হলেও তা নিয়ে যাওয়া হবে আরবেই। ব্যাকআপ ভেন্যু হিসেবে বিসিসিআই-র প্রথম পছন্দ আরব আমিরশাহী। তবে সেখানেও আয়োজক থাকবে বিসিসিআই। ১ জুলাই বিসিসিআই-র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর পর আগামী ১৮ জুলাই আইসিসির বার্ষিক কনফারেন্স রয়েছে। সেই কনফারেন্সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজক দেশের চূড়ান্ত নাম ঘোষণা করবে আইসিসি।

ফরাসি ওপেন: প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন রজার ফেডেরার

প্যারিস, ১ জুন (হি.স.): ফরাসি ওপেনে প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস তারকা রজার ফেডেরার। স্ট্রেট সেটে ৬-২, ৬-৪, ৬-৩-এ উজবেকিস্তানের ডেনিস ইস্তোমিনকে পরাস্ত করলেন রজার। এ বছরে নিজের মাত্র চতুর্থ ম্যাচে স্বমহিমায় দেখা গেল 'ফেডেক্স'কে। হাঁটুতে পরপর দুইবার অস্ত্রোপ্রচারের পর কোর্টে সর্বোচ্চ স্তরে ফিরে আশার আলো দেখছেন রজার। তিনি জানান, 'ফিরে এসে উচ্চস্তরে ভালো খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে আমি কেমন খেলছি সেটাই বরাবর আমার কাছে নিজেকে পরিমাপ করার মাপকাঠি ছিল। আশা করছি উইম্বলডনে আমি সেটা প্রমাণ করতে পারব। তবে মনে হয় প্যারিসেও আমার জন্য কিছু রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

২০১৯ সালে শেষবার রোলাঁ গারোর কোর্টে দেখা গিয়েছিল পুরুষদের বিভাগে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী (যুগ্মভাবে) তারকাকে। সেইবার সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল ২০০৯-এর চ্যাম্পিয়নকে। তবে চেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিততে খুব বেশি ঘাম ঝড়াতে হয়নি সুইস তারকাকে। ইস্তোমিনের বিরুদ্ধে এই নিয়ে আট ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে নিজের একশো শতাংশ রেকর্ড বজায় রাখলেন রজার। পরের রাউন্ডে আবারও এক চেনামুখ মারিন চিলিচের বিপক্ষে নিজের ১১ নম্বর ম্যাচ খেলতে নামবেন ফেডেরার। তবে ৪৮৭ দিন পরে গ্র্যান্ড স্ল্যামের আঙিনায় ফিরে ফের নিজের জাত চেনালেন রজার ফেডেরার।

শেষ কোয়ারেন্টাইন পর্ব, পরিবারের সঙ্গে দেখা হতেই আবেগতাড়িত অজি ক্রিকেটাররা

প্যাট কামিন্স, স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার সহ বেশ কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার আইপিএল খেলার জন্য শেষ পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন ভারতেই। মাঝপথে আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা চলে যান মালদ্বীপে। কারণ, ততক্ষণে অস্ট্রেলিয়া সরকার ভারতের সঙ্গে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন করোনার প্রদুর্ভাবে।মালদ্বীপ থেকে কামিন্স, ওয়ার্নাররা বিসিসিআইয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া বিশেষ চাটার্ড বিমানে করে উড়ে যান দেশে। তবে দেশে ফিরেই বন্ধু-বান্ধব বা পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি অজি ক্রিকেটাররা। অস্ট্রেলিয়ায় নেমে সিডনিতে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয়েছিল তাঁদের। আইপিএলে যে সমস্ত অজি ক্রিকেটার, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফরা অংশ নিয়েছিলেন, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নিয়মটি বাধ্যতামূলক ছিল।১৪ দিন হোটেলে থেকে কোয়ারেন্টাইন পর্ব শেষ উচ্ছ্বাসে ভাসলেন অজি ক্রিকেটাররা। যেমন কেকেআর পেসার প্যাট কামিন্সের কথায় ধরা যাক। হোটেল থেকে বেরিয়েই নিজের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেকি”কে জড়িয়ে ধরলেন কামিন্স।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। সঙ্গীকে দীর্ঘদিন কাছে পাওয়ার তৃপ্তি মেটাতে গিয়ে কামিন্সকে যেন ছাড়তেই চাইছিলেন না বেকি।ডেভিডও ওয়ার্নারের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদও একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, অনেকদিন পর তিন সন্তানকে কাছে পেয়ে আবেগে ভেসেছেন তিনি। ছোট কন্যাকে কোলে তুলে নেওয়ার পাশাপাশি বাকি দুই সন্তানকেও আদর করতে শুরু করেন ওয়ার্নার।

CORRIGENDUM

Please read "w.e.f. 10.06.2021" in place of "w.e.f. 10.08.2021" in the Notification vide No. F.2 (71)-LEEB/2021/31 dated 29.05.2021 inviting online applications from Indian citizens for appearing at the Law Entrance Examination - 2021 for admission in 5 year B. A. LL.B. (Hons) Degree Course of Tripura Govt. Law College, Agartala for the Academic Session 2021-2022. The other contents of the said notification shall remain unchanged.

Sd/- (Dr. R. K. Mishra)
Chairman
Law Entrance Exam. Board - 2021
Cum Principal
Tripura Govt. Law College
AGARTALA

ICA-D-232/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে ডোনার মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং অন্যান্য দপ্তরের আধিকারীকদের নিয়ে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। ছবি-পিআইবি।

নিজের মেয়েকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। নিজের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষনের পর ফাঁসিতে আত্মহত্যা পাষণ্ড পিতার।এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে উত্তর জেলার বাগবাসা আউট পোষ্টের অন্তর্গত গঙ্গানগর এলাকায়।

গত শুক্রবার ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিন গঙ্গানগরের আবাসিক এক পাষন্ড পিতা নিজের ১৭ বছর বয়েসের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষন করে। এই ঘটনা জানিয়ে নাবালিকার মা ধর্মনগর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যথারীতি ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ মামলা গ্রহন করে নাবালিকার পাষন্ড পিতার বিরুদ্ধে। মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।এদিকে নিজের নাবালিকা মেয়ের উপর পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে পালিয়ে যায় পাষন্ড পিতা।সংশ্লিষ্ট এলাকায় এই ঘটনা চাউর হতেই এলাকাবাসীরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ২ দিন ধরে পুলিশ সহ এলাকাবাসি খোঁজাখুঁজি করে এই নর পিচাশ এর কোন সন্ধান পাননি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠে বিভিন্ন মহল থেকে।

অবশেষে মঙ্গলবার সকালে বাগবাসা আউট পোষ্টের পুলিশ পাষণ্ড পিতার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। জানা গেছে মঙ্গলবার সকালে বাগাবসা পুলিশের কাছে খবর আসে গঙ্গানগর এলাকায় হেলিপেড সংলগ্ন জঙ্গলে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় একটি মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা।সাথে সাথেই পুলিশ ঘটনা স্থলে ছুটে যায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় হাসপাতাল মর্গে। খবর নিয়ে বাগবাসা আউট পোষ্টের পুলিস জানতে পারে এই মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গত ২ দিন আগেই ধর্মনগর মহিলা থানায় নিজের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষনের মত গুরুতর অভিযোগে মামলা হয়েছে। এই ঘটনা জানান বাগবাসা আউট পোষ্টের ওসি দীপাল রুদ্র পাল।মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। উত্তর জেলার পানিসাগরে নাবালিকা গনধর্ষনের ঘটনার রেস কাটতে না কাটতেই আবারোও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো উত্তর জেলায়।

বজ্রপাতে প্রতাপগড়ে ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। সোমবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় এর রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায় বজ্রপাতে বাড়িঘরে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামগ্রীর মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।সোমবার সকাল থেকেই আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়তে থাকে। বেলা ১০:৩০ নাগাদ হঠাৎ বিকট আওয়াজে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের ফলে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় এর রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এলাকার প্রায় ৬০ /৭০ টি পরিবারের টিভি ফ্রিজ ফ্যান সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকাবাসী জানান হঠাৎ বিকট আওয়াজ এর বজ্রপাত ঘটে। তাতে আতকে উঠে এলাকাবাসী। মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চলে যায়। বাড়িঘরে বিদ্যুতের তার পুড়ে গন্ধ বের হয়। খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় এলাকার প্রতিটি বাড়িতে বজ্রপাতের ফলে বৈদ্যুতিন সামগ্রিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ ওই এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এলাকাবাসীর তরফ থেকে খবর পাঠানো হয় বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। পুনরায় এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করা হয়। তবে অনেকের বাড়িঘরে বিদ্যুতের তার পুড়ে যাওয়ায় এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয় নি।বজ্রপাতে আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় এর রামকৃষ্ণ পল্লীতে বৈদ্যুতিন সামগ্রির ক্ষতি হলেও প্রাণহানির কোন খবর নেই। তবে বৃহৎ আওয়াজে বজ্রপাত ঘটায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ভারতীয় করোনার নাম ‘ডেল্টা’ ও ‘কাপ্পা’ রাখল ডব্লিওএইচও

জেনেভা, ১ জুন (হি.স.): ভারতে পাওয়া করোনার দুটি নতুন প্রজাতির নাম রাখা হল ‘ডেল্টা’ও ”কাপ্পা” । সোমবার ভারতে পাওয়া করোনার এই নাম রাখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

গত অক্টোবরে ভারতে করোনাভাইরাসের দুটি নতুন প্রজাতির খোঁজ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে যার নাম ছিল বি.১.৬১৭.১ এবং বি.১.৬১৭.২। অনেকে ”ভারতীয় প্রজাতি” বলাও শুরু করেছিল। কিন্তু তীব্র আপত্তি জানায় কেন্দ্র। সোমবার ভারতে পাওয়া করোনার নাম বদলে দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। করোনাভাইরাসের নয়া ভারতীয় প্রজাতির নাম‘ডেল্টা’রাখা হয়েছে। যা গ্রিক বর্ণমালার চতুর্থ বর্ণ। আরেক প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে ”কাপ্পা”। এটি গ্রিক বর্ণমালার দশম বর্ণ। এর আগে ব্রিটেনে যে প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল তার নাম পরে রাখা হয় ”আলফা”।

এছাড়াও, গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় যে করোনা প্রজাতির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘বিটা’। নভেম্বরে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের যে প্রজাতি সংক্রমণ ছড়িয়েছে তার নাম ‘গামা” দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। হু এর তরফে অবশ্য টেকনিক্যাল বিভাগের কর্তা ম্যারিয়া ভান জানান, ”নতুন এই নামের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত নামের কোনো যোগাযোগ নেই। গবেষণায় ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদানে সেই নামই ব্যবহৃত হবে।”

করোনা ঃ বাজার স্থানান্তর করায় ক্ষতির মুখ দেখছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। ধর্মনগরে মাছ মাংস ও সবজির বাজার অন্যত্র স্থানান্তর করার ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মাংস ও মাছ ব্যবসায়ীরা তাতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন বলে অভিযোগ করেছেন।রাজ্য জুড়ে করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তে বেসামাল প্রশাসন।সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল ধরনের স্কুল কলেজ, জনসমাগম সান সহ সকল ধর্মের মন্দির, মসজিদ, গির্জা সহ উপাসনালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।এই মর্মে রাজ্য জুরে করোনা কালীন কারফিউর সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাজার গুলিকে স্থানান্তরিত করে খোলামেলা জায়গায় বসানো হচ্ছে। উত্তর জেলার ধর্মনগরেও সবজি মাছ মাংস এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দোকান গুলো স্থানান্তরিত করে বি বি আই ময়দান এবং ডি এন বি ময়দানে। অস্থায়ী বাজার বসানোর জন্য জায়গা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্মনগর মাছ এবং মাংস বিক্রেতারা মাঠে অস্থায়ী দোকানে বসতে নারাজ।তাদের বক্তব্য, গত লকডাউনে তাদেরকে ডি এন বি মাঠে অস্থায়ী দোকান বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই জায়গাতে দোকান দিয়ে মাছ ব্যবসায়ীদের কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। স্কুল মাঠে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে উনারা জানান প্রচন্ড রোদের জন্য বরফ গলে মাছ পচন শুরু করে।যার জন্য গত লকডাউনে কয়েক লক্ষ টাকার মাছ নষ্ট হয়েছিল। তাদের দাবি যদি মাছ বাজারে তাদের বসতে দেওয়া না হয় তাহলে আজকে থেকে মাছ বিক্রি বন্ধ থাকবে।

জুলাই-আগস্টে প্রতিদিন দেশের ১ কোটি লোককে টিকা দেওয়া সম্ভব হবে : আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): দেশে কোভিড টিকার কোনও ঘাটতি নেই বলে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। জুলাই বা আগস্টের শুরুতে প্রতিদিন এক কোটি লোককে টিকা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত টিকা থাকবে বলে মঙ্গলবার জানালেন আইসিএমআর-র ডিজি বলরাম ভার্গব। তিনি আরও জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সব নাগরিককে টিকা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মঙ্গলবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, জুলাইয়ের মাঝামাঝি বা আগস্টে দেশে যে পরিমাণ টিকা থাকবে, তা দিয়ে দিনে এক কোটি মানুষকে প্রতিষেধক দেওয়া যাবে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিস অফ মেডিক্যাল রিসার্চের (আইসিএমআর) প্রধান বলরাম ভার্গব বলেন, ‘টিকার অপ্রতুলতা নেই। জুলাইয়ের মাঝামাঝি বা আগস্টে আমাদের হাতে যা টিকা থাকবে, তাতে দৈনিক এক কোটি প্রতিষেধক দেওয়া হবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো দেশবাসীকে টিকা প্রদান করতে পারব।’

এদিকে, জেলাগুলি থেকে কোভিড বিধি নিষেধ তোলার বিষয়ে বলরাম ভার্গব বলেন, সংক্রমণের হার এক সপ্তাহের জন্য ৫ শতাংশের নীচে হওয়া উচিত। ৭০ শতাংশেরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগণকে টিকা দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে যে দেশের ৩৪৪টি জেলায় সংক্রমণের হার ৫ শতাংশেরও কম। ৩০টি রাজ্যে গত সপ্তাহ থেকে সক্রিয় কোভিড রোগীর সংখ্যা কমেছে।

চড়িলামে জনপ্রিয় নেতাকে পদ থেকে সরিয়ে দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ জুন।। করোনার এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিজের জীবন বাজি রেখে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন চড়িলামের বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপীনাথ সাহা।চড়িলাম এর এই বিশিষ্ট সমাজসেবীর সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেআপ্লুত হয়ে এলাকার অনেক যুবক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার সঙ্গী হয়ে এই করোণা কালে মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করেছেন। শাসক দলের তরফে তাকে চড়িলাম মন্ডলের করোণা মনিটরিং ইনচার্জ করা হয়েছিল।তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে খুশি হয়ে এলাকার যুব সমাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

কিন্তু মঙ্গলবার গোপীনাথ সাহাকে মনিটরিং ইনচার্জ পদ থেকে লিখিত ভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়।বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ও সমাজসেবামূলক কাজের জন্য গোপীনাথ সাহা সংবাদ শিরোনামে উঠে আসেন। আর এতেই শাসক দলের রোষানলে পড়েন শাসক দলের কর্মী হিসেবে পরিচিত এই সমাজসেবী গোপীনাথ সাহা।দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে গোপীনাথ সাহা চড়িলামে সক্রিয়ভাবে তৎকালীন বিরোধী দলের কর্মী হিসেবে মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন।বর্তমানে শাসক দলের কোন বিষয় পরিচিত হলেও এমন পোড়খাওয়া এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদকে বিশেষ কোনো পদ দেয়নি শাসক দল।এর মূল কারণ গোপীনাথ সাহা আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক পরিচয় সুদীপ সেনা।

উনার রাজনৈতিক গুরু সুদীপ রায় বর্মন। ফলে পোড়-খাওয়া রাজনীতিবিদ গোপীনাথ সাহা শাসকদলের কোন বড় পদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু থেমে নেই গোপীনাথ। শাসক দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ যখন সমালোচনা করছেন সেই সময়ে গোপীনাথ কে চড়িলামবাসী তাদের শুধু ভালোবাসা নয় একটা ভরসার নাম বলে মনে করেছেন।

আর এই সময়ে মঙ্গলবার দুপুরে শাসকদলের রাজ্য সভাপতির মানিক সাহা গোপীনাথকে চড়িলাম মন্ডল করোণা ইনচার্জ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা দেন। আর এই ঘোষণা জানাজানি হতে চড়িলাম বাসীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকের মন্তব্য শাসক দল বিজেপি রাজনীতির প্রতিহিংসা দেখাচ্ছে।কারণ রাজ্যের প্রতিটি মন্ডলে এরকম ইনচার্জ থাকা সত্ত্বেও গোপীনাথ এর মত নিজের জীবন বাজি রেখে কেউ এগিয়ে আসার খবর মিলেনি।

কর্ণাটকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত বেড়ে ১,৩৭০, মৃত্যু ৫১ জনের

বেঙ্গালুরু, ১ জুন (হি.স.): কোভিডের বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই কর্ণাটকে হু হু করে বেড়েই চলেছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে (মিউকোরমাইকোসিস) আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। কর্ণাটকে মঙ্গলবার সকাল ৮.৪৪ মিনিট পর্যন্ত ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৩৭০ জন। চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১,২৯২ জন রোগী এবং মৃত্যু হয়েছে ৫১ জনের। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২৭ জন।

মিউকোরমাইকোসিস রিপোর্ট অনুযায়ী, সবথেকে বেশি মৃত্যু হয়েছে ধারওয়াড় জেলায়, সেখানে মৃতের সংখ্যা ১৪। সবথেকে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা বেঙ্গালুরু আরবানে, সেখানে মোট আক্রান্ত ৫৫৭, তাঁদের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৫৪০ জনের চিকিৎসা চলছে এবং সুস্থ হয়েছেন ৬ জন।

ধান বোঝাই লরি দূর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেলেন চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। আগরতলার সাবরুম জাতীয় সড়কের চেচুড়ীমাই একটি ধান বোঝাই লরি চাকা ফেটে অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছে চালকসহ অন্যান্যরা।মঙ্গলবার সকালে পথদুর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে চালকসহ পথচারীরা। বিলোনিয়া বড় পাথরী এলাকার যুবক অঙ্কুর সরকার টি আর ০১এ সি ১৭৫০ নম্বরের একটি ট্রাক দিয়ে ধান নিয়ে যাচ্ছিল আগরতলা খয়ের পুর বাইপাস এলাকার তুলামুড়া তৃপ্তি মিলে। হঠাৎ করে চেচুড়ীমাই হাই স্কুলের সামনে জাতীয় সড়কের উপরে গাড়ির চাকা ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সড়কে উল্টে পড়ে যায় গাড়িটি। এমনটাই জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা সহ গাড়ির চালক অংকুর সরকার। এলাকাবাসী খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।খবর পেয়ে অগি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এসে অংকুর সরকারকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাত কেটে গেছে অংকুর সরকারের। অল্পেতে আরে বেঁচেছে অংকুর সহ পথচারীরা। মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় এ ঘটনা ঘটেছে। যদি অফিস টাইমে হতো তাহলে পথচারী এবং অন্যান্য গাড়ির উপর পড়ে বড় ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারতো বলে এলাকাবাসী আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।চাকা ফেটে জাতীয় সড়কের ওপর গাড়ি উল্টে যাওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ সময় জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। গাড়ির মালিক এসে অন্য গাড়িতে ধানের বস্তা গুলি আনলোড করেন এবং জাতীয় সড়কের ওপর থেকে গাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর পর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্বশুরবাড়িতে দেশী বন্দুকের গুলিতে ঘায়েল জামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার পূর্ব সাতনালা এলাকায় শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে গাদা বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে জামাতা।

মঙ্গলবার সকাল নাগাদ পারিবারিক কলহের জেরে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক ব্যক্তি। তার নাম হিরো কুমার রিয়াং।বাড়ি কাঞ্চনপুর মহকুমার পূর্ব সাতনালা। ঘটনাটি ঘটেছে শ্বশুরবাড়িতে। গাদা বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়ে পেটে লেগেছে গুলি।। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে আহত অবস্থায় কাঞ্চনপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কাঞ্চনপুর হাসপাতালে আসার পর ডঃ সুধীর দেববর্মা প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। এ ব্যাপারে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।শ্বশুর বাড়িতে জামাই গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কেন এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

জনজাতি কল্যাণে প্রত্যন্তে ছুটলেন কল্যাণী রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জুন।। শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়। জনপ্রতিনিধিদের কল্যাণে কাজ করতে হয়। নানা সমস্যার সমাধানের প্রত্যাশা নিয়েই জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে থাকেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যদি জনকল্যাণে কাজ করেন তার চেয়ে আর কি বা হতে পারে। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কা কল্যাণী রায় ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বদ্ধপরিকর। সে কারণেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রত্যন্ত এলাকার কেরলেংবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের জন্য পরিদর্শনে গেলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী রায়। বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের নেতৃত্বে ডিডব্লিউএস দফতরের এক প্রতিনিধি দল কেরলেং এডিসি ভিলেজে যান। বিধায়িকা ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডিডব্লিউএস দপ্তরের তেলিয়ামুড়া মহকুমার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোপী মজুমদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের কেরলেং এলাকায় ৫০ টি উপজাতি পরিবারের বসবাস। দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ তারা পানীয় জলের সমস্যায় পড়েছেন। খবর পেয়েই বিধায়িকা কল্যাণী রায় ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে কেরলেং পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন করে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে কেরলেং এলাকায় নতুন একটি ডিপটিউবওয়েল বসানো হবে এবং পুরাতন ডিপ টিউবওয়েলটি সংস্কার করে দেওয়া হলে পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না।তিনি বলেন বিগত দিনে কেরলং এলাকায় পূর্বতন বিধায়িকা পরিদর্শনে আসেননি। এলাকায় ছিল না রাস্তা। নেই ছড়ার উপর সেতু। এর জন্য এলাকার মানুষজন দুর্ভোগের শিকার। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত ২০১৯ সালে এলাকাবাসীদের দাবী মতো ছড়ার উপর সেতু এবং রাস্তা নির্মাণ করে দেওয়া হয়। তবে ওই এলাকার ৫০ পারিবার মানুষজনদের পানীয় জলের সমস্যা আগামী সাত দিনের মধ্যে নিরসন হয়ে যাবে বলে জানান বিধায়িকা কল্যাণী রায়।

তৃষ্ণার্ত গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ানোয় তারা অসন্তোষ ব্যাখ্যা করেছেন। পানীয় জল ছাড়াও এলাকায় অন্যান্য যেসব সমস্যা রয়েছে সেইসব সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। বিধায়িকা কল্যাণী রায় জানান, এলাকায় যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলি সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন
হিন্দি
খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।